ম-সম্পুট

শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রেম-সম্পুট

'প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর' গ্রন্থ-প্রণেতা

ও

'সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'-সম্পাদক

মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুসুম

কর্ত্তৃক বিরচিত।

Shri KESHABJI G…
Mathura (U…

প্রথম-সংস্করণ

দামোদর, ৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ।

শাস্ত্রপ্রচার-সৌকর্য্যার্থ ভিক্ষা ।৵০

কলিকাতা ৮নং হাজরা রোডস্থ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গ্রন্থকার-
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥"

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

শ্রদ্ধালু সজ্জন মাত্র করুন পঠন।
শ্রদ্ধাহীন কামগ্রস্ত না স্পর্শে কখন॥

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়,
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৫২-৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বরস-রত্নাকর, আনন্দলীলাময় পরমেশ্বর। যাবতীয় বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ তাঁহাতে বিদ্যমান। তিনি অজ হইয়াও নন্দাত্মজ—যশোদাদুলাল। 'সম' হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী, স্বরাট্ হইয়াও ভক্তপ্রেমাধীন। তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব; যাবতীয় জীব-জড়াদি তত্ত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তি প্রধানা। অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে চিজ্জগৎ, তটস্থা শক্তি হইতে জীব-জগৎ এবং বহিরঙ্গা শক্তি হইতে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। জড় জগৎ চিজ্জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। প্রত্যেকটী শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে তিনটী বৃত্তি আছে। অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী বৃত্তি হইতে চিদ্ধাম ও অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের, সম্বিৎ বৃত্তি হইতে শুদ্ধ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান ও অপ্রাকৃত সখ্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের, সন্ধিনী ও সম্বিৎ উভয় বৃত্তি হইতেই অপ্রাকৃত শান্ত ও দাস্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের এবং হ্লাদিনী বৃত্তি হইতে অপ্রাকৃত মধুর-রসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের নিত্য প্রাকট্য।

উক্তা হ্লাদিনী-বৃত্তির সার—প্রেম; প্রেমের সার—ভাব এবং ভাবের পরাকাষ্ঠা—মহাভাব; 'মহাভাব'-স্বরূপা—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীরাধা—কৃষ্ণময়ী, ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, সর্ব্বকান্তা, সম্মোহিনী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, পর-দেবতা ও কৃষ্ণক্রীড়ার বসতি-নগরী। শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নব-নব-আনন্দ-প্রদানই তাঁহার কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ অপরিসীম মাধুর্য্যের নিলয় হইয়াও মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকার সঙ্গেই সর্ব্বাধিক-শোভা পাইয়া থাকেন। অপ্রাকৃত ব্রজরামাগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ শ্রীরাধার প্রতিমূর্ত্তি—প্রাভব-প্রকাশ এবং বৈকুণ্ঠসমূহের লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকার বৈভব-বিলাস-মূর্ত্তি। বস্তুতঃপক্ষে রসোল্লাস-নিমিত্ত শ্রীমতী রাধিকাই সকল কৃষ্ণকান্তার আকারে বিরাজিতা।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন-তত্ত্ব নহেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব লীলারসাস্বাদনের নিমিত্ত 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীরাধা'—এই দুই নিত্য-বিগ্রহে নিত্য বিরাজমান। কস্তুরী ও তাহার গন্ধ যেরূপ অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধযুক্ত, সূর্য্য হইতে যেরূপ তাহার কিরণ ভিন্ন নহে, অগ্নি হইতে যেরূপ তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্না, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অভিন্নাত্মা। অভিন্নাত্মা বলিয়াই শ্রীমতী রাধিকা যখন রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তখন অন্য গোপীগণ আর শ্রীকৃষ্ণকে তথায় রাখিতে পারিলেন না; তিনি রাসমণ্ডল ছাড়িয়া শ্রীরাধার অনুসরণ করিলেন।

রতির বিচারানুসারে কৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। তন্মধ্যে কুব্জা-প্রমুখ 'সাধারণী'গণের

কান্তাভাব—কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখ-বাসনার আকারে আকারিত; 'সমঞ্জসা' অর্থাৎ মহিষীগণের কান্তাভাবে কখন কখন সাধারণীগণের ন্যায় স্বসুখবাসনা এবং কখন কখন সমর্থার ন্যায় কৃষ্ণসুখ বাসনা দৃষ্ট হয় কিন্তু 'সমর্থা' ব্রজগোপীগণের কান্তাভাবে সম্ভোগেচ্ছা সর্ব্বদাই সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী। 'সমর্থা'-শিরোমণি শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উক্তি,—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখ-বর্য্য ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য, ২০ প)

গ্রন্থের উপাদান

নায়িকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার প্রেম কি প্রকার, তাহা প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত-কবি-শেখর শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ দেবভাষায় 'প্রেম-সম্পুট-নামক এক পরম রমণীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থরাজের অবলম্বনে বঙ্গভাষায় পয়ারী ছন্দে এই 'প্রেম-সম্পুট' রচিত হইল। ইহাকে সেই গ্রন্থরাজের মর্ম্মানুবাদও বলা যাইতে পারে। চক্রবর্ত্তিপাদের ভাবের মাধুর্য্য, বর্ণন-সৌন্দর্য্য, ভাষার লালিত্য ও কাব্যের অমৃত-নিঃসন্দন-সংরক্ষণে এই অযোগ্য লেখক সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলেও, শ্বপচস্পৃষ্ট কাষ্ঠ হইতে উত্থিত অগ্নি যেমন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের আনন্দ বিধান করে, সেই প্রকার পরানন্দের প্রস্রবণ অকৈতব শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-

লীলা নিবৃত্তানর্থ জনগণের আনন্দ বিধান করিবে, সেই আশায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে।

গ্রন্থ-রচনার কারণ

'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়'—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সাধুসঙ্গে ভজন-ক্রিয়া লাভ করেন এবং তৎফলে নিবৃত্তানর্থ হইয়া ক্রমে ভজনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি প্রাপ্ত হ'ন। তৎপরে ভাব-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থাই প্রেম। ভাব-ভক্তির রাজ্যে উপস্থিত হইলে অপ্রাকৃত গোপীভাবে ভজনের ফলে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-রূপ কাম সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে পরিত্যাগ করে এবং শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণই একমাত্র কৃত্য হয়। উহাই প্রেম। সেই অবস্থায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলার নিরন্তর অনুকূলানুশীলন-সেবা পরম আদরের বস্তু হয়। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের গূঢ়তমা লীলা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের অগম্যা; কেবল অপ্রাকৃত-ব্রজের অপ্রাকৃত গোপীগণেরই এই লীলায় অধিকার। সাধক রাগানুগা ভক্তির আশ্রয়ে নিবৃত্তানর্থ হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে রাগাত্মিকা ভক্তি লাভ করেন। তখন তিনি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কুঞ্জসেবা রূপ সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ক্রমপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা অপ্রাকৃত ব্রজরামাগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলায় প্রবেশে যত্নপর হইব। সেই রাগাত্মিক ভজনে লৌল্য-প্রাপ্তির জন্যও শ্রদ্ধালুহৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা আলোচ্য। তজ্জন্য এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস

পাইয়াছি। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুক-কৃপাশীর্ব্বাদই এই দীন হীন সেবকের একমাত্র সম্বল।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের আরাধ্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহগণের পক্ষে এক্‌জিকিউটার ও সেবায়েত মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু ও আচার্য্য শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। সুকবি বিদ্যারত্ন প্রভু কতিপয় স্থান সরস ও সুখপাঠ্য করিয়াছেন। তাঁহারা অহৈতুকী করুণায় এ দাসের প্রতি জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা এ দীন লেখকের নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিজয়-বৈজয়ন্তীধারী প্রভুপাদ-পদ্মৈকপ্রাণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের ও অন্যান্য প্রভুপাদ-সেবকগণের শুভেচ্ছা, আশীর্ব্বাদ, উৎসাহ ও কৃপাদেশে বল লাভ করিয়া এই নির্জীব 'তালপাতার সিপাহী' গ্রন্থালোচনা-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদের পাদপদ্মে এই সেবকাধম কৃতাঞ্জলিপুটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

সতীর্থ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সযত্নে প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত আরও একজন মহাশয় ব্যক্তি বিবিধ

কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও অতিশয়-যত্ন-সহকারে প্রথম দুইটী ফর্ম্মার একটী করিয়া প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত। প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্তে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর মিত্র মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়া আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 'ইউনাইটেড্ ইম্পোর্টার্স্'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ কুলীশচন্দ্র সাহা, শ্রীমান্ মোহনরায় দাস ও শ্রীমান্ মধুসূদন দাসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য সাহা ও শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র দাস এই গ্রন্থ-মুদ্রণের নিমিত্ত কাগজের আনুকূল্য করিয়া নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের ও ভাগবতগণের সেবায় তাঁহাদের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতররূপে আকৃষ্ট হউক। অপরাপর যে-সকল সদাশয় ব্যক্তি গ্রন্থপ্রকাশে এ নিঃস্ব সেবককে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটেও তাঁহাদের এই দীন সেবক চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী,
৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ,
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা।

নিবেদক
বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

গৌরনাম ততো গৌরকামং বৈ গৌরধাম হি।
অত্যদ্ভুতং প্রচকাশে সমস্তে বিশ্বমণ্ডলে ॥
যঃ প্রভুর্দর্শয়ামাস নিজৌদার্য্যকৃপাবধিম্।
সঞ্চার্য্য করুণাং দীনে হীনেঽস্মিন্ পামরেঽধমে ॥
তস্য **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী**প্রভোর্গুরোঃ।
সুদুর্ল্লভপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গুর্ব্বর্পণ

যিনি প্রকট-লীলা-সংগোপনের মাসদ্বয়-পূর্ব্বে জগদীশ-ক্ষেত্রস্থিত অভিন্ন-গোবর্দ্ধন চটক-শৈলে—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীরূপ-বিরচিত 'প্রিয়ঃ সোয়ং'-শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রাগাত্মিকা ভক্তিতে লোভ জন্মাইবার জন্য অপ্রাকৃত-কবিকুলতিলক-গণের কাব্য সশ্রদ্ধহৃদয়ে অনুশীলনের নির্দ্দেশ কৃপা-পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বব্যাপি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠাতা করুণা-বারিধি ওঁ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী বিষ্ণু-পাদের শ্রীকরকমলে তাঁহার সেই কৃপাদেশ-সঞ্জাত এই 'প্রেম-সম্পুট' অদ্য তাঁহার এই দীন—সর্ব্ব-বিষয়ে অযোগ্য সেবক-কর্ত্তৃক অর্পিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা।
শ্রীজন্মাষ্টমী, ৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ

প্রভুপাদ-দাসানুদাসাভাস—
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রেম-সম্পুট	১—৪৮
মহামন্ত্রে যুগল-ভজন	৪৯—৫৬
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী	৫৭—৬২
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী	৬৩—৬৮
শ্রীশ্রীগৌরজন্মযাত্রা	৬৯—৭৮

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রেম-সম্পুট

মঙ্গলাচরণ

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

শ্রীরাধার মন্দিরে দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণ

একদা প্রভাতে ধরি' রমণীর বেশ।
রাধার মন্দিরে কৃষ্ণ করিলা প্রবেশ ॥ ১ ॥
অরুণ বসনে তাঁর আবৃত শ্রীঅঙ্গ।
অঙ্গের নীলিমা করে অরুণের সঙ্গ ॥ ২ ॥
অরুণ-নীলিমা মিলি' অপরূপ-শোভা।
অরুণ ভেদিয়া আসে নীলিমার প্রভা ॥ ৩ ॥
সর্ব্ব-অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার।
সীমন্তে সিন্দূর-রেখা, বক্ষে দিব্যহার ॥ ৪ ॥

মাণিক্যের প্রভা জিনি' অঙ্গের মাধুর্য্য।
মাধুর্য্যে বর্দ্ধিত হ'ল ভূষণ-সৌন্দর্য্য ॥ ৫ ॥
গুণ্ঠনে আবৃত তাঁর বদন-কমল।
লাবণ্য-তরঙ্গ তাহে করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
বসিলা লজ্জায় যেন শির নত করি'।
রহিলা একান্তভাবে মৌন-ভাব ধরি' ॥ ৭ ॥
হেরিয়া তাঁহাকে রাধা কিছু দূর হৈতে।
ললিতাকে ডাকি কহে,—"হে সখি ললিতে ॥ ৮ ॥
দেখ ত্বরা চন্দ্রমুখী কে এই রমণী।
অঙ্গকান্তি যাঁ'র সম ইন্দ্রনীলমণি। ॥ ৯ ॥
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত যাঁর বিবিধ ভূষণে।
গৃহ শ্যামোজ্জ্বল যাঁ'র অঙ্গের কিরণে" ॥ ১০ ॥
রাধার বচন শুনি' ললিতা-বিশাখা।
নবাগত-পাশে গেলা হ'য়ে স্মিতমুখা ॥ ১১ ॥
জিজ্ঞাসিলা,—"কৃশোদরি! কোথা তব স্থান।
কিবা পরিচয় তব কর অগ্রে দান ॥ ১২ ॥
কোন্ প্রয়োজনে হেথা তব আগমন।
অসঙ্কোচে আমাদের করহ বর্ণন ॥ ১৩ ॥
উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনকাম রসিকশেখর।
রহিলা নীরব, কিছু না দিলা উত্তর ॥ ১৪ ॥

পরিচয়-গ্রহণে শ্রীরাধার চেষ্টা

সখীদ্বয়-বাক্যে তাঁকে হেরি' নিরুত্তরা।
হৈলা কৌতূহলাক্রান্তা শ্রীরাধা চতুরা ॥ ১৫ ॥
বিবিধ বিতর্ক রাধা মনে মনে করি'।
তাঁহার নিকটে গেলা আপনি সুন্দরী ॥ ১৬ ॥
জিজ্ঞাসিলা সবিস্ময়ে—"কে তুমি সুন্দরি ?
লৈয়াছ মোদের চিত্ত অঙ্গশ্রীতে হরি' ॥ ১৭ ॥
অখিল-সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি তুমি বুদ্ধিমতী।
কোন দেবকন্যা কিম্বা অন্য কোন সতী" ॥ ১৮ ॥
তথাপি উত্তর কিছু না পাঞা শ্রীরাধা।
জিজ্ঞাসিলা পুনরায়,—"কহ কোন্ বাধা ॥ ১৯ ॥
কোন্ বাধা নিরুত্তরা করিয়াছে তোমা ?
জানহ মোদেরে সখী অন্তরঙ্গ-রামা ॥ ২০ ॥
আসিয়াছ যদি হেথা করুণা করিয়া।
পরিচয় দিয়া কর নিরুদ্বেগ-হিয়া" ॥ ২১ ॥
রাধিকার এতাদৃশ ব্যাকুল বচন।
শুনিয়াও মৌন রহি' শ্রীরাধারমণ ॥ ২২ ॥
ছাড়িলেন মাত্র এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
যেন কত অন্তর্ব্যথা রোধিতেছে শ্বাস ॥ ২৩ ॥

অধিকন্তু ফিরাইয়া বদন-কমল।
করিলেন রাধিকার উৎকণ্ঠা প্রবল ॥ ২৪ ॥
তাহা দেখি' শ্রীরাধিকা ব্যাকুলা হইয়া।
কহিলেন পুনরায় সম্মুখে যাইয়া ॥ ২৫ ॥
"মুখ আর ভাবমুদ্রা মনের দর্পণ।
তাহা লখি' বুঝিতেছি—পাইছ বেদন ॥ ২৬ ॥
পদ্মাননে! নিঃসঙ্কোচে কহ অন্তর্ব্যথা।
প্রকাশিত না হইবে জানহ সর্ব্বথা ॥ ২৭ ॥
দুঃখের লাঘব তরে করিব যতন।
প্রতিজ্ঞা-বচন—কথা রাখিব গোপন ॥ ২৮ ॥
অধিকন্তু অন্তরঙ্গে হইলে কথন।
অন্তরের বেদনার হয় উপশম ॥ ২৯ ॥
অতএব কহ সখি ব্যথার কারণ।
বিশ্বাস করহ মোরে জানহ আপন ॥ ৩০ ॥

অন্তর্ব্যথার কারণ-বিশ্লেষণ

প্রিয়তম হৈতে কি হৈঞাছ বিরহিতা।
অথবা বিগুণে তাঁর হৈঞাছ তাপিতা ॥ ৩১ ॥
কিবা করিয়াছ হেন গুরু অপরাধ।
(যাহে) প্রীতিভঙ্গ-আশঙ্কায় করিছ বিষাদ ॥ ৩২ ॥

অথবা অন্যায় কিছু নাহিক তোমার।
খল ব্যক্তি তবু মিথ্যা করিয়া প্রচার ॥ ৩৩ ॥
তব স্বামিস্থানে বুঝি ক'রেছে লাগানি।
হৈঞাছ বিষণ্ণা তাই প্রীতিনষ্ট মানি' ॥ ৩৪ ॥
কিম্বা ভর্ত্তা মন্দ বলি' চিত্ত নাহি যায়।
অন্য কোন সুপুরুষে আসক্তি জন্মায় ॥ ৩৫ ॥
গুরুজনগণ তাহে করেন ভৎর্সন।
তাঁ'দের দুর্ব্বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়াছে মন" ॥ ৩৬ ॥
রাধা তদা হইলেন বিষণ্ণবদন।
জটিলা-কুটিলা-বাক্য করিয়া স্মরণ ॥ ৩৭ ॥
তবু নারীবেশধারী কৃষ্ণ নিরুত্তর।
তাহে রাধা হইলেন সশঙ্ক-অন্তর ॥ ৩৮ ॥
আরো নানাবিধ-কথা আশঙ্কা করিয়া।
প্রশ্ন করিলেন রাধা ত্বরাযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৯ ॥
"সপত্নী আছয়ে কিবা কহ স্পষ্ট ক'রে।
সৌভাগ্যের মদে মত্ত হই' বসি' ঘরে ॥ ৪০ ॥
বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করেছে নিদয়া।
যাহে হইয়াছ সখি বিষণ্ণহৃদয়া ॥ ৪১ ॥
কিন্তু ইহা মোর মনে স্থান নাহি পায়।
তোমার সৌভাগ্য সখি! নাহিক কোথায় ॥ ৪২ ॥

ভগবতী পৌর্ণমাসী ব'লেছেন মোরে।
শ্রীহরি মোহিনীরূপে মোহিলা শঙ্করে ॥ ৪৩ ॥
দেবাসুর-বিমোহিনী কিবা সেই তুমি।
কাহাকে মোহিতে কহ আসিয়াছ শুনি ॥ ৪৪ ॥
করিয়াও সেই কালে শিবে বিমোহিত।
ছিলে তুমি ইন্দুমুখী না হই' মোহিত ॥ ৪৫ ॥
সকৃৎ হেরিলে কিন্তু নন্দের কুমার।
নিশ্চয় মোহিত হ'বে, সন্দেহ কি আর ॥ ৪৬ ॥
তোমার কটাক্ষে তেঁহ হইবেন বিদ্ধ।
তাঁহার কটাক্ষে তুমি না রবে অবিদ্ধ ॥ ৪৭ ॥
উভয়ের রূপবাণে উভয়ে বিঁধিবে।
অতুল কৌতুক দোঁহে এখনি সৃজিবে" ॥ ৪৮ ॥
রাধার মধুর-বাণী করিয়া শ্রবণ।
পুষ্পবাণে বিদ্ধ হৈল শ্রীকৃষ্ণের মন ॥ ৪৯ ॥
উদিল রোমাঞ্চ তাহে সর্ব্ব-কলেবরে।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল তাহা সংগোপন-তরে ॥ ৫০ ॥

শারীরিক ব্যাধির অনুমানে শ্রীরাধার উক্তি

অনুমান করি' তাহে শারীরিক ব্যাধি।
জিজ্ঞাসিলা শ্রীরাধিকা গুণের জলধি ॥ ৫১ ॥

"কোন ব্যাধি হৈঞাছে কি তোমার শরীরে ?
কোন ব্যথা সখি ! বক্ষে—পৃষ্ঠে—কিম্বা শিরে" ॥৫২॥
ব্যথা অনুমানি' রাধা কহে বিশাখারে।
"শুন সখি শ্রীবিশাখে ! আমারি আগারে ॥ ৫৩ ॥
'অখিলাময়শাতন' নামে তৈল আছে।
সত্বর আনিয়া দেহ উহা মোর কাছে ॥ ৫৪ ॥
তাহার মর্দ্দনে দেহ সুশীতল হ'বে।
কোন ব্যাধি সখী-অঙ্গে আর নাহি রবে ॥ ৫৫ ॥
পিতা স্নেহভরে তাহা দিয়াছিলা মোরে।
সত্বর আনহ মাখি সখী-অঙ্গ ভ'রে ॥ ৫৬ ॥
সার্থক হইবে তৈল যদি অঙ্গে মাখি।
সামগ্রী সার্থক হয় প্রিয় কার্য্যে লাগি' ॥ ৫৭ ॥
এই তৈল বিগুমান পিতৃস্নেহরূপে।
স্বয়ং মর্দ্দিব তাহা সখী-রোম-কূপে ॥ ৫৮ ॥
মস্তকে মাখিব তৈল পরম যতনে।
ব্যাধি-নিরাময়ে সখী সুখ পাবে মনে ॥ ৫৯ ॥
রোগশান্তিকর উপাদেয় গন্ধ দিয়া।
সুখকর ঈষদুষ্ণ জল আন গিয়া ॥ ৬০ ॥
সুগন্ধি সলিলে সেই করাইব স্নান।
তাহে উল্লসিত হ'বে সখীর বয়ান ॥ ৬১ ॥

প্রফুল্ল কমলমুখে তাকাইয়া তদা।
মোদের সহিত সখী কহিবেন কথা" ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের ফল

নারীবেশী কৃষ্ণে তবু নিরুত্তর হেরি'।
সখীবৃন্দে কহিলেন রাধিকা সুন্দরী ॥ ৬৩ ॥
"সখীবৃন্দ ! কহিলাম মধুর বচন।
সুকোমল যাহে যায় হৃদয়-বেদন ॥ ৬৪ ॥
তৈল-মর্দ্দনাদি-হিতকার্য্য অনুষ্ঠানে।
হইনু প্রবৃত্ত আমি হেরিলে নয়নে ॥ ৬৫ ॥
অকপট-স্নেহে কত আদর করিনু।
তথাপি সখীর মুখে কথা না শ্রবিণু ॥ ৬৬ ॥
কিবা ব্যাধি কপটতাক্রমে না কহিয়া।
রহিয়াছে মাত্র সখী বিষণ্ণে দহিয়া ॥ ৬৭ ॥
অতএব সুন্দরীর ব্যাধি-নিরাময়।
অপর উপায় আমি লইব নিশ্চয় ॥ ৬৮ ॥
তাহাতে সখীর দেহ-প্রাণাদি সকল।
ইন্দ্রিয় হইবে সুস্থ, পাইবেন বল ॥ ৬৯ ॥
ধন্বন্তরি-দত্ত দিব্য ঔষধের ন্যায়।
তাহার আশ্চর্য্য ফল ব্যর্থ নাহি যায় ॥ ৭০ ॥

ব্যাধি-নিরাময় আর শরীরের পুষ্টি।
যুগপৎ করি' তাহা জন্মাইবে তুষ্টি ॥ ৭১ ॥
সেই নব উপায়ের কথা শুন বলি।
মোদের কুঞ্জের অধীশ্বর কৃষ্ণ বলী ॥ ৭২ ॥
যদি মাত্র একবার ইঁহার বক্ষেতে।
তাঁহার করের স্পর্শ হয় কোন মতে ॥ ৭৩ ॥
যে সখী দৌর্ব্বল্যে কথা কহিতে অক্ষম।
স্পর্শমাত্র হইবেক হাসিতে সক্ষম ॥ ৭৪ ॥
লভি' বল হাসিবেক, কহিবেক কথা।
আরও অনেক ক্রিয়া দেখিবে সর্ব্বথা" ॥ ৭৫ ॥

দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর

দেবাঙ্গনা-বেশধারী কৃষ্ণের বদনে।
তাহাতে উদিল হাস্য, রাখিল গোপনে ॥ ৭৬ ॥
উন্নীত করিয়া স্বীয় বদন-কমল।
অনুপম সৌন্দর্য্যের সুধাংশুমণ্ডল ॥ ৭৭ ॥
ললাট হইতে সরাইলা কেশগুলি।
প্রসারণ করি' রম্য বামকরাঙ্গুলি ॥ ৭৮ ॥
ঈষৎ গুণ্ঠন টানি' সসঙ্কোচে তথা।
রমণীর রম্য স্বরে কহিলেন কথা ॥ ৭৯ ॥

চকোরী-শ্রীরাধা সুখে লঞা সখীগণ ।
করিলেন পান সেই অমৃত-বচন ॥ ৮০ ॥
তাহাতে লভিলা তিঁহ অপূর্ব্ব আনন্দ ।
কৃষ্ণবাক্যামৃতে যাহা পা'ন গোপীবৃন্দ ॥ ৮১ ॥
দেবাঙ্গনা-বেশী কৃষ্ণ মৃদুভাষে ক'ন ।
"সুবদনে শ্রীরাধিকে শুনহ বচন ॥ ৮২ ॥
ত্রিদিববাসিনী কোন দেবাঙ্গনা মুই ।
কোনও বিষয় জানিবারে ব্যগ্র হই' ॥ ৮৩ ॥
আসিয়াছি সখি ! আমি গোচরে তোমার ।
তুমি বিনা সেই কথা কে কহিবে আর" ॥ ৮৪ ॥
'দেবাঙ্গনা'-পরিচয়ে শ্রীরাধিকা রাণী ।
চমকি' কহিলা কিছু ত্রাসযুক্ত-বাণী ॥ ৮৫ ॥
"দেবী-পরিচয় তব কভু মিথ্যা নয় ।
সৌন্দর্য্য হেরিয়া মোরা ক'রেছি নিশ্চয় ॥ ৮৬ ॥
এরূপ সৌন্দর্য্য কভু ভূলোকে না হয় ।
রূপের তুলনা তব তোমাতেই রয় ॥ ৮৭ ॥
শরদম্বুজাস্যে ! তোমা সখী জ্ঞান করি' ।
কহিয়াছি কত কথা পরিহাস করি' ॥ ৮৮ ॥
যাহা কিছু কহিয়াছি, অকপট-মনে ।
অপরাধ না লইও নিবেদি' চরণে ॥ ৮৯ ॥

যদা তুমি মম প্রতি করিয়াছ স্নেহ।
তদা হইয়াছি তব, তব এই দেহ” ॥ ৯০ ॥
দেবাঙ্গনাবেশী কৃষ্ণ কহিলেন তথা।
“শ্রীরাধিকে! কেন তুমি এত সঙ্কুচিতা ॥ ৯১ ॥
দেবী হইলেও মুই, তুমি মম সখী।
তোমার অধীনা মুই, এই আমি লখি ॥ ৯২ ॥
তব রূপ-গুণ-প্রেমসমুদ্রের কণ।
লভিবারে মাগি মুই তব দাস্যধন ॥ ৯৩ ॥
বিশ্বাস করহ ইহা, না কর অন্যথা।
সখি! মোরে দেহ স্থান সেবনে সর্ব্বথা ॥ ৯৪ ॥
যেহেতু বিষাদ মম এই দুর্ণিবার।
অবধান কর সখি! কহি সবিস্তার ॥ ৯৫ ॥
শুনিয়া করহ মোর সংশয়াবসান।
যাহাতে সন্তাপ যায় করহ বিধান ॥ ৯৬ ॥
কথামৃত যাহা তুমি করিলে সেচন।
তাহে না হইল তাপ কিঞ্চিৎ বারণ ॥ ৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাব

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের যে বংশীধ্বনি হয়।
তা’র পরাক্রম রাধে! স্বর্গরাজ্যময় ॥ ৯৮ ॥

তাহার প্রাবল্য যত শুন মন দিয়া।
সাধ্বী দেবীগণেরও আকর্ষয় হিয়া ॥ ৯৯ ॥
পতির কণ্ঠালিঙ্গন-স্মরণে পর্য্যন্ত।
তাঁ'দের ঘৃণার সখি! নাহি থাকে অন্ত ॥ ১০০ ॥
পানমাত্র হলাহল বংশীগানামৃত।
কন্দর্পের মহাজ্বরে হ'ন মুরছিত ॥ ১০১ ॥
জ্বলদগ্নিসম তপ্ত কান্তাঙ্গ স্পর্শিয়া।
দেবগণ ত্যাগ করেন দুঃখিত হৈয়া ॥ ১০২ ॥
স্বর্গে আছে মাত্র বাল্য কৈশোর যৌবন।
'ত্রিদশ-আলয়'-নামে জানে সর্ব্বজন ॥ ১০৩ ॥
বার্দ্ধক্য তথায় কভু প্রবেশ না পায়।
এইজন্য নাহি কেহ বৃদ্ধ অবস্থায় ॥ ১০৪ ॥
ফলে বেণুরব যবে কর্ণমধ্যে যায়।
দেবীগণ সকলেই একাবস্থা পায় ॥ ১০৫ ॥
যাই' করে সকলের সতীত্ব বিনাশ।
কে কারে করিবে তিরস্কার উপহাস ॥ ১০৬ ॥
এইরূপে প্রতিদিন বংশীগান যবে।
স্থাপিতে লাগিল স্বীয় বিক্রম গৌরবে ॥ ১০৭ ॥
সেইকালে একদিন পাইয়া বিস্ময়।
ভাবিলাম,—কোথা হৈতে এই ধ্বনি হয় ॥ ১০৮ ॥

কিসের শব্দ ইহা, কেবা শব্দকারী।
চিন্তিয়া আসিনু মর্ত্ত্যে ধ্বনি অনুসরি' ॥ ১০৯ ॥
আসিয়া রয়েছি সুখে রম্য বংশীবটে।
দেখেছি স্বচক্ষে লীলা যমুনার তটে ॥ ১১০ ॥
রাধাকৃষ্ণ-বিলাসের নাহিক তুলনা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবর্গসহ হইয়াছে জানা" ॥ ১১১ ॥

দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার নর্ম্মোক্তি

দেবীরূপী শ্রীকৃষ্ণের বাক্যসুধা পিয়া।
কহিলেন শ্রীরাধিকা তাঁ'কে সম্ভাষিয়া ॥ ১১২ ॥
"সুরপুর মাঝে ধন্যে! তুমি সুচতুরা।
বংশীরবে হৃতচিত্তা সবে প্রেমাতুরা ॥ ১১৩ ॥
অপরের সুমনাখ্যা সখি! ব্যর্থ হৈল।
উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না নৈল ॥ ১১৪ ॥
বিরহে পাইছে তা'রা অসহ্য-যাতনা।
চতুরে! হেরিলে কৃষ্ণে, এহেতু সুমনা" ॥ ১১৫ ॥
শুনিয়া রাধার এই প্রিয় পরিহাস।
দেবীবেশী কৃষ্ণচন্দ্র সহ মৃদুহাস ॥ ১১৬ ॥
অভিষিক্ত করি' হর্ষে স্বীয় ওষ্ঠাধর।
মন্দ ভ্রূনর্ত্তনে বাক্য কহিলা সুন্দর ॥ ১১৭ ॥

"পরনারী না ভাবিও রাধে ! আত্মসম ।
হেরেছে কি মোরে সেই কৃষ্ণ মনোরম" ॥ ১১৮ ॥
উত্তরে কহিলা রাধা সনর্ম্ম বচন ।
"পর পুরুষের তব কিবা প্রয়োজন ॥ ১১৯ ॥
যে নিমিত্ত আগমন তাহা লভিয়াছ ।
কৃষ্ণের বিলাস গুপ্তস্থানে হেরিয়াছ ॥ ১২০ ॥
মম স্থানে কি জিজ্ঞাস্য বলহ এখন ।
'সখি !' ডাক, তাই নর্ম্ম ব'লেছি বচন" ॥ ১২১ ॥
দেবীবেশী কৃষ্ণচন্দ্র বলিলা তখন ।
"পরিহাস কর তাহে কে করে বারণ ॥ ১২২ ॥
পরিহাসে কেবা তোমা করিবেক জয় ।
তব জয় হেরি মোর আনন্দ বাড়য় ॥ ১২৩ ॥
তুমি সখী মোর ইহা বেশী কথা নয় ।
প্রাণসমা প্রিয়তমা তুমি সুনিশ্চয় ॥ ১২৪ ॥
মানবী-আকারে রাধে ! সত্য বটে তুমি ।
তথাপি তোমায় দেবী জানে পুণ্যভূমি ॥ ১২৫ ॥
বাখানিয়া রাধে ! তব লীলা-গুণগান ।
তব পদে দেবীগণ করে পরণাম ॥ ১২৬ ॥
মম বাক্য নহে কভু অতিরঞ্জিত ।
পরিহাস নহে ইহা জানিও নিশ্চিত ॥ ১২৭ ॥

লজ্জিতা না হও রাধে ! আমার বচনে ।
মিথ্যা বাক্য না পাইবে আমার কথনে ॥ ১২৮ ॥

শ্রীরাধার মহিমা

তোমার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সুররামা ।
তব ঠাঁই কলা-কেলি শিখে ব্রজবামা ॥ ১২৯ ॥
তোমার সৌন্দর্য্য বাঞ্ছে লক্ষ্মী-রতি-সতী ।
তব পাতিব্রত্য সখি ! বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৩০ ॥
তোমার গুণগণের কেবা পায় পার ।
তব গুণ গণিবেক হেন সাধ্য কার ॥ ১৩১ ॥
তব সমা প্রেমবতী হইতে বাসনা ।
মনে স্থান দিতে পারে, আছে কোন্ জনা ॥ ১৩২ ॥
ত্রিভুবন দূর থাক্, তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠে ।
হেন নারী নাহি কেহ, কহি মুক্তকণ্ঠে ॥ ১৩৩ ॥
কৈলাসশিখরে হৈমবতীর সভায় ।
সবে শতমুখে এই সব গুণ গায় ॥ ১৩৪ ॥
স্বকর্ণে শুনেছি রাধে ! করহ প্রত্যয় ।
কল্পিত বচন ইহা কখনও নয় ॥ ১৩৫ ॥
তোমার গুণের কথা করিয়া শ্রবণ ।
এসেছি তোমায় রাধে ! করিতে দর্শন ॥ ১৩৬ ॥

দরশন পাঞা সত্য পূর্ণ মনস্কাম।
কিন্তু হেরিতেছি বিধি মম প্রতি বাম ॥ ১৩৭ ॥
পাইতেছি জ্বালা যেই দর্শনের পরে।
কঠিন হৃদয় তাই নাহিক বিদরে” ॥ ১৩৮ ॥
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ পুনঃ রাধা প্রেমবতী।
“কিবা সেই তাপ সখি! কহ শীঘ্রগতি” ॥ ১৩৯ ॥
নির্ব্বাক্ রহিলা কৃষ্ণ রুদ্ধকণ্ঠ হৈয়া।
সুগভীর আন্তরিক ব্যথা জানাইয়া ॥ ১৪০ ॥
দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণের এমতি অবস্থা।
হেরিয়া হইলা রাধা অতিশয় ব্যস্তা ॥ ১৪১ ॥
মৃদু করে বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইলা মুখ।
তাহে দেবীবেশী কৃষ্ণ পাইলেন সুখ ॥ ১৪২ ॥

দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা-বর্ণন

ধরিয়া ধৈরয তাহে কহিলা বচন।
“প্রেমবতি রাধে! তুমি আমার জীবন ॥ ১৪৩ ॥
অতিকামী কৃষ্ণে তুমি হেন প্রেম-মুগ্ধা।
কিরূপে হইলে সখি! শুনিতে প্রলুব্ধা ॥ ১৪৪ ॥
উপাধিবিহীন তব অতুল প্রণয়।
প্রগাঢ় প্রণয় সেই অপাত্রে রহয় ॥ ১৪৫ ॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগুণ-পরিপ্লুত।
সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্য-বীর্য্য-কীর্ত্তি-লক্ষ্মী-যুত॥ ১৪৬॥
নাহি কিছু জ্ঞান কিন্তু প্রেম-বিবেচনে।
এই দোষে যোগ্য ন'ন প্রেমপাত্রাসনে॥ ১৪৭॥
অতিশয় কামুকতা মূলেতে ইহার।
অতএব অযোগ্য আশ্রয় লইবার॥ ১৪৮॥
সেদিন দিবসে রাধে! তোমার সহিত।
করিয়া বিলাস, কাম করিলা বর্দ্ধিত॥ ১৪৯॥
জানাইলা যেন তিঁহ প্রেম-নিকেতন।
কাপট্যে দেখা'ল কত প্রেম-প্রস্রবণ॥ ১৫০॥
আনাইলা নিশাভাগে সঙ্কেত-নিলয়ে।
কিন্তু না আসিয়া গেলা অন্য গোপ্যালয়ে॥ ১৫১॥
সেই কালে তুমি রাধে! বিরহ-সাগরে।
করিলে রোদন যাহে পাষাণ বিদরে॥ ১৫২॥
শুনিয়া রোদন তব, সখীবৃন্দ যত।
বৃক্ষবল্লী পক্ষিগণ সবে মর্ম্মাহত॥ ১৫৩॥
সবে ভাসাইল বক্ষ নয়নের নীরে।
হেরিয়া গেলাম মূর্চ্ছা বংশীবটে ধীরে॥ ১৫৪॥
রাস-রজনীতে অন্য গোপীবৃন্দে ত্যজি'।
অন্তর্হিত হৈলা কৃষ্ণ তোমা সঙ্গে মজি'॥ ১৫৫॥

কিন্তু পরে রতিশ্রমখিন্না তোমা দেখি'।
চলি' গেলা তোমা একা বনমাঝে রাখি' ॥ ১৫৬ ॥
সু-উচ্চ বিলাপ গহন-মূরছা আর।
অতি প্রেমময়ী চেষ্টা যতেক প্রকার ॥ ১৫৭ ॥
যে যে দশা তব অঙ্গে হৈল সেই কালে।
ভুলিতে নারিব কোন জন্মে কোন কালে ॥ ১৫৮ ॥
আমি দেবী, যশস্বিনি! ভাবি' দেখ মনে।
কি কষ্ট থাকিতে পারে আমার জীবনে ॥ ১৫৯ ॥
তব দর্শনেচ্ছা হায়! কুক্ষণে জন্মিল।
বল করি তাহা মোরে হেথায় আনিল ॥ ১৬০ ॥
দুঃখে জ্বলি এবে আমি তব দশা হেরি'।
কিরূপে যাইবে দুঃখ বুঝিতে না পারি ॥ ১৬১ ॥
তোমাতে আসক্ত এবে এমন ভাবেতে।
তোমা ছাড়ি' স্বর্গে আমি নাহি পারি যেতে ॥ ১৬২ ॥
না পারি রহিতে সখি! শোকার্ত্ত-হৃদয়ে।
উদ্‌ঘূর্ণাযুক্ত মন, কি করি সদয়ে ॥ ১৬৩ ॥
অস্থিরা হইয়া আমি আসিলাম এথা।
আসিয়া কহিনু তোমা হৃদয়ের ব্যথা ॥ ১৬৪ ॥
কি করিব সখি! কিসে চিত্তস্থির হয়।
কৃষ্ণ হৈতে হইয়াছে অন্য এক ভয় ॥ ১৬৫ ॥

ধর্ম্ম লোকলজ্জা তাঁর নাই একেবারে।
দয়া-পথে সখি! কভু হেরি নাই তাঁরে ॥ ১৬৬ ॥
বধিয়াছে বাল্যে নারী পৌগণ্ডে গোবৎস।
আর, কি নিষ্ঠুরভাবে কৈশোরেতে বৃষ ॥ ১৬৭ ॥
কি ভীষণ অত্যাচারী বাল্যকাল হৈতে।
সর্ব্বধর্ম্মহীন কার্য্য করে হর্ষচিতে" ॥ ১৬৮ ॥

শ্রীরাধাকর্ত্তৃক দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি খণ্ডন এবং 'শ্রীকৃষ্ণের সকল-লীলাই প্রেমময়ী'-প্রদর্শন

দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণের শুনিয়া ভারতী।
কহিতে লাগিলা কিছু রাধিকা ধীমতী ॥ ১৬৯ ॥
"আছে কৃষ্ণচন্দ্রে হেন আকর্ষণী শক্তি।
যাহে দেবি! তাঁহে স্থিরা হৃদয়ানুরক্তি ॥ ১৭০ ॥
দিলেও অশেষ দুঃখ চিত্ত তাহে রয়।
হেন আকর্ষণী শক্তি তোমাতেও হয় ॥ ১৭১ ॥
প্রাণনাথ কৃষ্ণে কৈলে কত নিন্দা ঘোর।
তথাপি তোমায় চিত্ত রহিয়াছে মোর ॥ ১৭২ ॥
সত্য যদি দেবি! তুমি সখী ভাব মোরে।
রহ যদি মম সহ এই ব্রজপুরে ॥ ১৭৩ ॥

প্রেম-রত্নের সম্পুট উন্মুক্ত করিয়া।
দেখাইব তোমা সখি! আনন্দিত হৈয়া" ॥ ১৭৪ ॥
শুনিয়া রাধার উক্তি দেবীবেশী হরি।
কহিতে লাগিলা কিছু অতি খেদ করি' ॥ ১৭৫ ॥
"এখনো বিশ্বাস রাধে! না কর আমায়।
প্রসন্ন হইয়া সঙ্গ দাও অমায়ায় ॥ ১৭৬ ॥
সখী হৈতে নাহি আশ, হৈতে চাই দাসী।
শাসন করহ মোরে করুণা প্রকাশি' ॥ ১৭৭ ॥
বিষ্ণুর শপথে বলি,—তুমি মম গতি।
সর্ব্ব অবস্থায় তব পদে মাগি মতি" ॥ ১৭৮ ॥
দেবীবেশী শ্রীকৃষ্ণের শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিলা রাধা,—"করহ শ্রবণ ॥ ১৭৯ ॥
যিঁহ কহে 'এই হয় প্রেমের স্বরূপ'।
যিঁহ কহে 'নহে এই প্রেমের স্বরূপ' ॥ ১৮০ ॥
উভয়ে না জানে কভু প্রেমরত্নবর।
প্রেমরত্ন সদা সখি! বচনাগোচর ॥ ১৮১ ॥
বিচার চেষ্টায় হয় প্রেম অন্তর্হিত।
বিচার না করিলেও নহে তাহা স্থিত ॥ ১৮২ ॥
স্বানুভব-বেদ্য প্রেম কৃষ্ণসুখ পোষে।
বিচারয়—কিসে কৃষ্ণ রহিবে সন্তোষে ॥ ১৮৩ ॥

যথেচ্ছাচারিতা কভু নহে প্রেমধন।
প্রেমমূলে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৮৪ ॥
বিচার-চেষ্টায় মাত্র শাস্ত্রজ্ঞান হয়।
তর্কে নহে, শুদ্ধসত্ত্বে প্রেম প্রকাশয় ॥ ১৮৫ ॥
বিবেচনাবিবেচনশূন্যা শুদ্ধা মতি।
আত্ম-সিংহাসনে লভি' অনুরাগে গতি ॥ ১৮৬ ॥
প্রিয়তম-সুখে যেই সুখ লাভ করে।
সেই সুখ অঙ্গে প্রেম প্রকাশিত করে ॥ ১৮৭ ॥
প্রিয়তম সুখচেষ্টা নাহিক যথায়।
কৃত্রিম চেষ্টায় কভু প্রেম নাহি ভায় ॥ ১৮৮ ॥
নায়ক ও নায়িকার যে ভাব-বন্ধন।
পদদলিয়া ধ্বংসের সকল কারণ ॥ ১৮৯ ॥
বিঘ্নপাতে হয় মাত্র আরো দৃঢ়তর।
শুদ্ধ প্রেম-রত্ন তাহা, জানে বিজ্ঞবর ॥ ১৯০ ॥
সিংহ যথা হস্তিযূথ করি' পরাজয়।
তাহাদের দ্বারা স্বীয় সুপুষ্টি লভয় ॥ ১৯১ ॥
সেইরূপ ইহলোক পরলোক দেহ।
স্বীয়-জন পর-জন প্রাণপ্রিয় যিঁহ ॥ ১৯২ ॥
এই সব হৈতে যদি সুমেরুর প্রায়।
উপজয় ক্লেশরাশি, বিধ্বংসিব তায় ॥ ১৯৩ ॥

স্বপুষ্টি সাধন করে প্রেম বলীয়ান্।
বিঘ্ন অনুপাতে প্রেম হয় বলবান্ ॥ ১৯৪ ॥
স্নিগ্ধকান্তি গর্ব্বধর বিশ্বস্ত নির্ভয়।
কেশরীর যথা সখি! সুখে নিদ্রা হয় ॥ ১৯৫ ॥
সেইরূপ শুদ্ধপ্রেমা নির্ভয়ে রহয়।
স্নেহ-গর্ব্ব-প্রণয়াদি সদা চিত্তময় ॥ ১৯৬ ॥
সিংহ যথা কুক্কুরাদি না করে গণন।
সেইরূপ প্রেমবান্ ক্লেশে ভীত ন'ন ॥ ১৯৭ ॥
অন্ধকারে দীপ সম প্রেমের ঔজ্জ্বল্য।
ক্লেশপাতে বৃদ্ধি হয়, হেরিবে জাজ্বল্য ॥ ১৯৮ ॥
লাম্পট্যবশতঃ সখি! প্রেমে প্রিয়তম।
নব নব সুখ সদা করে আস্বাদন ॥ ১৯৯ ॥
অতিশয় মদাধিক্য করিয়া বিধান।
প্রতাপ লইয়া প্রেম রহে দীপ্তিমান্ ॥ ২০০ ॥
ত্রিলোকীকে করে দান চন্দ্রের আহ্লাদ।
সহ প্রলয়-সূর্য্যের তাপ-অবসাদ ॥ ২০১ ॥
ত্রিভুবনে, তদুপরি কিংবা অধোদেশে।
কৃষ্ণ বিনা হেন প্রেম কোথা আর ভাসে ॥ ২০২ ॥
মৃগাক্ষি গোপিকাগণ এই বৃন্দাবনে।
ভাব-তারতম্যে প্রেম করে আস্বাদনে ॥ ২০৩ ॥

কভু প্রেম কামসম বাহিরে প্রকাশে।
তাহে কৃষ্ণ সুখ পায় অশেষ-বিশেষে ॥ ২০৪ ॥
প্রেমের সদৃশ কভু কাহে কাম ভাসে।
কলাবান্ কৃষ্ণ তাহা ধরে অনায়াসে ॥ ২০৫ ॥
বিদগ্ধশিরোমণিরে করে প্রবঞ্চন।
কোন্ ভবে বল সখি! আছে হেন জন ॥ ২০৬ ॥
কোনও প্রেয়সী যদা বলে হেন বাণী।
'কামাগ্নি-সন্তপ্তা সখি! হইয়াছি আমি ॥ ২০৭ ॥
কৃষ্ণান্তিকে চল সখি! লইয়া আমায়।'
তাহাকে কামুকী তবু বলা নাহি যায় ॥ ২০৮ ॥
প্রিয়তমসুখনিষ্ঠা সে-কালেও তিহ।
এই হেতু প্রেমবতী নিশ্চয় জানিহ ॥ ২০৯ ॥
কৃষ্ণসুখহেতু সখি! যেই কামভাব।
প্রেম-সংজ্ঞা তা'র, তাহা প্রেমের স্বভাব ॥ ২১০ ॥
গুণরত্নখনি কৃষ্ণ প্রেমের সাগর।
শাঠ্য-চাপল্যাদি তাঁর সব মনোহর ॥ ২১১ ॥
প্রদর্শিয়া স্বীয় প্রেম কামের মতন।
গোপীবৃন্দের উৎকর্ষ করেন সাধন ॥ ২১২ ॥
মদমত্তা চেষ্টাশীলা অসংখ্য যুবতী।
ক'রেছে কি কভু কৃষ্ণকাম-উপরতি ॥ ২১৩ ॥

অতএব গোপিকার নিরুপাধি প্রেম ।
করে কৃষ্ণে বশীভূত দৃঢ় করি' জেন' ॥ ২১৪ ॥
'সব-গোপী-মধ্যে কৃষ্ণ আমাতেই হয় ।
সর্ব্বাপেক্ষা অনুরক্ত', সবে ইহা ক'য় ॥ ২১৫ ॥
তাহাদের এই উক্তি মিথ্যা কভু নয় ।
কৃষ্ণের ক্রিয়ায় ইহা করিয়ে প্রত্যয় ॥ ২১৬ ॥
মম প্রেম মেরুসম করয়ে গণন ।
না গণে আনের প্রেম সর্ষপ-তুলন ॥ ২১৭ ॥
অনুরক্ত-নায়িকার প্রেম-অনুরূপ ।
তাহা সহ বিলাসয়, রাগের স্বরূপ ॥ ২১৮ ॥
ইহাতে কৃষ্ণের কোন দোষ নাহি হয় ।
অন্যথা হইলে তিহ সুখ না লভয় ॥ ২১৯ ॥
তাঁ'র দুঃখ দেখি' সখি! মুই দুঃখ পাই ।
তাঁ'র অশান্তিতে মোর কোন শান্তি নাই ॥ ২২০ ॥
সঙ্কেতগামিনী মোরে করিয়া মাধব ।
না আসিলা যদা, করি বিঘ্ন অনুভব ॥ ২২১ ॥
অন্য নায়িকার অনুরোধে রুদ্ধ হৈয়া ।
রজনী জাগিলা তথা বিলাস করিয়া ॥ ২২২ ॥
মদেকচিত্ত মাধব বাহ্যে তথা ছিল ।
কিন্তু মম দুঃখ চিন্তা দাব-দগ্ধ হৈল ॥ ২২৩ ॥

মোর কথা স্মরি' তার বক্ষে মূর্চ্ছা গেল।
তাহা চিন্তি' মোর মনে মহাতাপ হৈল ॥ ২২৪ ॥
মম পরিচ্ছদ বেশ বিলাস ভূষণ।
কৃষ্ণসুখহেতু যাহা করিনু রচন ॥ ২২৫ ॥
বৃথা গেল সব, বলি' করিনু ক্রন্দন।
সেইত ক্রন্দন সখি! করেছ শ্রবণ ॥ ২২৬ ॥
আমার মন্দিরে কৃষ্ণ প্রাতঃকালে আসি'।
অনুনয় করিলেন কাকুতি প্রকাশি' ॥ ২২৭ ॥
সেইকালে আমি তা'কে কহিনু বচন।
'পুনঃ গিয়া তা'র সহ করহ রমণ' ॥ ২২৮ ॥
যথা গিয়া কভু তিহ সুখ নাহি পায়।
চিন্তি' মোর ক্রোধ হয়—তথা কেন যায় ॥ ২২৯ ॥
এই ক্রোধ হয় মোর কৃষ্ণসুখ লখি।
অতএব প্রেম ইহা শুন মম সখি ॥ ২৩০ ॥
ব্রজ-অনুরাগ-চর্য্যা কর আলোচন।
আলোচনে ধন্য হ'বে তোমার জীবন ॥ ২৩১ ॥
'ত্যজিয়া আমায় শঠ! অন্য নায়িকায়।
রমণ করিলে কেন বলহ ত্বরায়' ॥ ২৩২ ॥
এই বাক্যে মুহুঃ কাম ক'রেছি প্রকাশ।
ইহার উদ্দেশ্য শুন করিয়া বিশ্বাস ॥ ২৩৩ ॥

রতি-চিহ্ন-যুক্ত দেহ স্বয়ং শ্রীমাধব।
প্রকাশিলা কাম, দোষ স্বীকারিয়া সব ॥ ২৩৪ ॥
প্রেমদীপ রসিক-নায়ক-নায়িকার।
আলোকিয়া রহে স্থির চিত্তের আগার ॥ ২৩৫ ॥
'মুখ'-দ্বার দিয়া যদি বহির্গত হয়।
নির্ব্বাপিত হয় কিংবা লঘুতা লভয় ॥ ২৩৬ ॥
(কিন্তু) অন্তঃস্থিত-প্রেমচ্ছটা নেত্র-বাতায়নে।
বাহিরিয়া আলো করে ইন্দ্রিয়ের গণে ॥ ২৩৭ ॥
অধর, ললাট, গণ্ড, অক্ষি, বক্ষঃস্থল।
প্রেমের আলোকে সখি! হয় অত্যুজ্জ্বল ॥ ২৩৮ ॥
বিশিষ্টতাপূর্ণ দেবি! এই প্রেমালোক।
প্রেমাভিজ্ঞ দেখি' বুঝে, জানে বিজ্ঞ লোক ॥ ২৩৯ ॥
বহুনায়িকাবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্র যদি।
মুখে প্রকাশয় প্রেম সুখ পাই' হৃদি ॥ ২৪০ ॥
তাহে প্রেম কভু নাহি হ'বে নির্ব্বাপিত।
মিথ্যাভাষণ-স্বভাব তা'র সুবিদিত ॥ ২৪১ ॥
এ স্বভাব আচ্ছাদিয়া অন্তরের প্রেমে।
কাম বলি' জানাইবে শীঘ্র প্রেম-হেমে ॥ ২৪২ ॥
কৃষ্ণ অন্য মানবতী কান্তাগণ প্রতি।
সদা কহে,—'শুন প্রিয়ে! আমার ভারতী ॥ ২৪৩ ॥

তোমাতেই মাত্র মোর প্রেম অনুপম।
স্বপ্নেও অপরে চিত্তে না করি স্থাপন' ॥ ২৪৪ ॥
অন্য-কান্তা-রতি-চিহ্ন কৃষ্ণাঙ্গে হেরিয়া।
খণ্ডিতা হইলে মুই, সেই চিহ্ন লৈয়া ॥ ২৪৫ ॥
আলাপ করয়ে কৃষ্ণ আমার সহিত।
নির্নিমেষে হেরে মোরে হৈয়া আনন্দিত ॥ ২৪৬ ॥
মম মুখ নয়নের অতুল সৌন্দর্য্য।
আর সখি! অনুপম লাবণ্য-মাধুর্য্য ॥ ২৪৭ ॥
করিতে বর্ণন স্মরবাণে খিন্ন হৈয়া।
কামভাব প্রকাশয় মম পাশ যাঞা ॥ ২৪৮ ॥
'তুমি মাত্র হও রাধে! এ জীবনময়।'
—হেন বাক্যে কভু নাহি প্রেম প্রকাশয় ॥ ২৪৯ ॥
কিন্তু প্রিয়া যদি হয় বিরহ-সন্তপ্ত।
উৎকণ্ঠায় গাম্ভীর্য্য যদি হয় লুপ্ত ॥ ২৫০ ॥
তবে তিঁহ বাক্যে প্রেম করয়ে জ্ঞাপন।
তাহাতে এরূপ হয় নায়িকা-বচন ॥ ২৫১ ॥
তোমার যে সুকোমল চরণকমল।
কর্কশ স্তনেতে ধরি শ্রীকৃষ্ণ চপল ॥ ২৫২ ॥
কত সন্তর্পণে ধরি জান সব মনে।
সেই পদদ্বারা তুমি চল বনে বনে ॥ ২৫৩ ॥

পাষাণ কণাতে তাহা কত ব্যথা পায়।
স্মরিয়া মোদের চিত্ত মুহ্যমানপ্রায় ॥ ২৫৪ ॥
সেই মহাবিরহের দুঃখ অন্ধকারে।
প্রাণবায়ু সঞ্চরণে সামর্থ্য না ধরে ॥ ২৫৫ ॥
ভাগ্যে সেই কালে প্রেম-প্রদীপ রতন।
উজ্জ্বল হইয়া স্নেহে রাখয়ে জীবন ॥ ২৫৬ ॥
দীর্ঘকালের প্রচুর স্নেহরূপ তৈল।
মিলি' জীবনরক্ষার উপায় হইল ॥ ২৫৭ ॥
নতুবা বিরহে সখি! যাই ত পরাণ।
সন্দেহ করিতে কোন না দেখি কারণ ॥ ২৫৮ ॥
সকল গোপীকে রাসে পরিত্যাগ করি'।
মাত্র আমা সহ সখি! রমিলা শ্রীহরি ॥ ২৫৯ ॥
পরে যে কারণে পুনঃ ত্যজিয়া আমায়।
অন্তর্হিত হৈলা, তাহা বলিব তোমায় ॥ ২৬০ ॥
ব্রজরাজসুত সখি! প্রেমের সাগর।
আমাকেই সর্ব্বাধিকা জানেন নাগর ॥ ২৬১ ॥
অতএব এই ত্যাগে দোষ নাহি তাঁর।
তা' সম দয়ালু সখি! কোথা নাহি আর ॥ ২৬২ ॥
অতুল-সৌভাগ্য-দিব্য-রত্নসিংহাসনে।
বসাইয়া মোরে সখি! পরম যতনে ॥ ২৬৩ ॥

বহু-বিলাস-ভূষণে বিভূষিত করি'।
আমা সহ বনে বনে রমিলা শ্রীহরি ॥ ২৬৪ ॥
স্মরণ পথেও স্থান অন্যকান্তাগণে।
নাহি দিলা সেই কালে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ ২৬৫ ॥
'মহাসুখ-সমুদ্রের এই আস্বাদন।
সখীবৃন্দ হায়! না পাইল এককণ ॥ ২৬৬ ॥
বিরহ জ্বালায় হায়! জ্বলিতেছে তা'রা।'
—মোর মনে উপজিল এই চিন্তাধারা ॥ ২৬৭ ॥
'যদি মোরা এই স্থানে ক্ষণকাল বসি।
মিলিতে পারেও তা'রা অতি ত্বরা আসি' ॥ ২৬৮ ॥
—এত চিন্তি' কহিলাম, শুন প্রিয়তম।
চলিতে হ'য়েছি মুই সম্পূর্ণ অক্ষম ॥ ২৬৯ ॥
এস মোরা এই স্থানে বসি কিছুক্ষণ।
বসিয়া বিশ্রাম সুখ করি আস্বাদন ॥ ২৭০ ॥
বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ সুচতুর।
সহজেই বুঝিলেন মম চিত্তপুর ॥ ২৭১ ॥
বুঝিয়া চিন্তিলা মনে,—রাধাসহ এবে।
ভ্রমি যদি উপবনে, সুখ না হইবে ॥ ২৭২ ॥
সখীগণ মনোদুঃখ করি' সম্ভাবন।
অন্তরে ব্যথিতা রাধা হঞাছে এখন ॥ ২৭৩ ॥

আর যদি এই স্থানে করি অবস্থান।
গোপীগণ ভর্ৎসিবে আসি' এই স্থান ॥ ২৭৪ ॥
রাধার প্রতিও তা'রা বহু তিরস্কার।
করিবেক ঈর্ষানল করিয়া বিস্তার ॥ ২৭৫ ॥
আরব্ধ রসকেলি হ'বে তাহে ভঙ্গ।
ক্রোধে তা'রা গৃহে যা'বে ছাড়ি' মোর সঙ্গ ॥ ২৭৬ ॥
ফলে অদ্য আর না হইবে রাস-নৃত্য।
তাহাতে রহিবে মোর অসম্পূর্ণ কৃত্য ॥ ২৭৭ ॥
করিলা রাধিকা পূর্ব্বে কৌতুকে প্রার্থনা।
'যুগপৎ আলিঙ্গিতে অসংখ্য ললনা ॥ ২৭৮ ॥
পার কি হে প্রিয়তম! বল ত আমায়।
তাহা হেরিবারে কৃষ্ণ! মোর চিত্ত চায়' ॥ ২৭৯ ॥
গোপীগণ গৃহে গেলে রাধার প্রার্থনা।
পূর্ণ করিবার কোন উপায় দেখি না ॥ ২৮০ ॥
অতএব রাধাকেও ক্ষণকাল জন্য।
পরিত্যাগ করি তা'র চিত্তে আনি দৈন্য ॥ ২৮১ ॥
স্বসৌভাগ্য হেতু যেই হইয়াছে গর্ব্ব।
তাহাতে হইবে তাহা একেবারে খর্ব্ব ॥ ২৮২ ॥
গর্ব্ব অপগমে রাধা হইবে নির্দ্দোষ।
বিনয়াদি দেখি' অন্যে পাইবে সন্তোষ ॥ ২৮৩ ॥

স্বেচ্ছায় লইয়া স্বীয় শিরে সর্ব্ব দোষ।
গোপীবৃন্দে জানাইব—রাধা নিরদোষ ॥ ২৮৪ ॥
তাহাতে সকল গোপী রাধিকার প্রতি।
স্নেহযুক্ত হইবেক হেরি' তা'র মতি ॥ ২৮৫ ॥
ত্যাগজন্য রাধাপ্রেমানুরূপ ভজন।
করিতে না পারি' ঋণী রহিব এখন ॥ ২৮৬ ॥
রাধিকার সীমাহীন বিরহের পীড়া।
হেরিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইবে গোপীরা ॥ ২৮৭ ॥
তাহাতে তা'দের নিজ প্রেমজাত গর্ব্ব।
আর না রহিবে, হ'বে একেবারে খর্ব্ব ॥ ২৮৮ ॥
বুঝিবে হৃদয়ে সবে আপনা আপনি।
সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী ॥ ২৮৯ ॥
সর্ব্বগোপীগণাপেক্ষা রাধার হৃদয়।
আমার নিমিত্ত কোটিগুণ প্রীতিময় ॥ ২৯০ ॥
সম্ভোগরসের ন্যায় বিরহও তায়।
সর্ব্বগোপী তুলনায় কোটিগুণ ভায় ॥ ২৯১ ॥
রাধার সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ রসদ্বয়।
শৃঙ্গার-রতির পুষ্টি চরম করয় ॥ ২৯২ ॥
নিরখিয়া ইহা সবে হইবে লজ্জিতা।
রাধা প্রতি আর না হইবে ঈর্ষান্বিতা ॥ ২৯৩ ॥

রাধাপেক্ষা প্রেমবতী আমাদিগে ত্যজি'।
কামুক মাধব মাত্র তাহাকেই ভজি' ॥ ২৯৪ ॥
গোপনে তাহার সহ করিছে রমণ।
ক্রোধে এই কথা বলি' যে যে গোপীগণ ॥ ২৯৫ ॥
রাধিকার সখিবৃন্দে করিছে ব্যথিতা।
আমা সহ রাধাকেও বলিছে দূষিতা ॥ ২৯৬ ॥
রাধার বিরহ দেখি' বুঝিবে তাহারা।
রাধা-তুলনায় তা'রা কত তুচ্ছতরা ॥ ২৯৭ ॥
বিরহিণী রাধিকার যাইলে সমীপে।
তা'র বিরহাগ্নি-শিখা যখন ধাইবে ॥ ২৯৮ ॥
তাহাতে আক্রান্ত হই' বুঝিবে তখন।
তা'দের অপেক্ষা রাধাপ্রেম কোটিগুণ ॥ ২৯৯ ॥
তাহাদের প্রেম মাত্র ক্ষুদ্রদীপানল।
আর রাধাপ্রেম অভ্রভেদি দাবানল ॥ ৩০০ ॥
ফলে গোপীগণমধ্যে মিত্রতা স্থাপন।
যাহা মোর অভিলাষ, হইবে এখন ॥ ৩০১ ॥
রাসনৃত্যে যবে তা'রা মণ্ডল-আকারে।
দাঁড়াইবে সেই কালে মণ্ডল-মাঝারে ॥ ৩০২ ॥
আমা সহ রাধা হেরি' না করিবে রোষ।
পক্ষান্তরে দরশনে পাইবে সন্তোষ ॥ ৩০৩ ॥

দৃষ্টিশক্তির ভবিষ্যৎ ঔজ্জ্বল্যের তরে।
অঞ্জনে নয়ন লোকে লিপ্ত যথা করে ॥ ৩০৪ ॥
সেইরূপ ভবিষ্যৎ সুখের কারণে।
হিতৈষী বান্ধব কষ্ট দেয় কোন ক্ষণে ॥ ৩০৫ ॥
বিরহে পাইবে রাধা অশেষ যাতন।
তদন্তে মিলনে সুখ হ'বে কোটিগুণ ॥ ৩০৬ ॥
এইরূপ পরামর্শ করি' মনে মনে।
বক্ষেতে ধরিলা মোরে অনুরাগ সনে ॥ ৩০৭ ॥
কতি পদ গেলা মোরে আলিঙ্গনে লৈয়া।
কোনও কোমল স্থানে হর্ষে বসাইয়া ॥ ৩০৮ ॥
'হেথায় বিশ্রাম কর সুখে প্রাণেশ্বরি'!
বলি' অন্তর্হিত হৈলা প্রিয়তম হরি ॥ ৩০৯ ॥
হেরি' মোরে অতিশয় বিরহ-শোকার্ত্ত।
প্রাণেশ কৃষ্ণও হৈল অধৈর্য্য দুঃখার্ত্ত ॥ ৩১০ ॥
তদা মোরে দরশন দিতে ইচ্ছা কৈলা।
হেনকালে গোপী সব উপস্থিত হৈলা ॥ ৩১১ ॥
মোর সখীবৃন্দ আর অন্য গোপীগণ।
মোর দুঃখে হৈল দুঃখ-সাগরে মগন ॥ ৩১২ ॥
ধৈরয ধরিয়া সবে অতীব যতনে।
চেষ্টা কৈলা দিতে মোরে সান্ত্বনা-রতনে ॥ ৩১৩ ॥

বৎস, পূতনা, কেশী, বৃষ, বকাসুর।
তৃণাবর্ত্ত, শঙ্খচূড় আর অঘাসুর ॥ ৩১৪ ॥
কৃষ্ণের কি দোষ সখি! এসব-নিধনে।
বিষ্ণু ব'ধেছেন সবে জানে বিজ্ঞ জনে ॥ ৩১৫ ॥
অসুর-সংহার আর সজ্জন-পালন।
বিষ্ণুকার্য্যদ্বয়ে সখি! নিন্দ অকারণ ॥ ৩১৬ ॥
নন্দ মহারাজে গর্গ ব'লেছেন বেদ।
'নারায়ণসহ কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভেদ' ॥ ৩১৭ ॥
দৈত্যবধ-গিরিধারণাদি কৃষ্ণলীলা।
গর্গবাক্য-সাক্ষ্যরূপে অলৌকিক-লীলা ॥ ৩১৮ ॥
আচার্য্য না বলিলেও চিত্তে স্ফূর্ত্তি পায়।
বেণু-রূপ-লীলা-প্রেম-সুমধুরিমায় ॥ ৩১৯ ॥
নারায়ণ কভু সখি! কৃষ্ণসম নয়।
অসমোর্দ্ধ-রূপে চারি কৃষ্ণে বিরাজয়" ॥ ৩২০ ॥
প্রিয়তমা রাধিকার কর্ণরসায়ন।
বাক্য শুনি' দেবীবেশী মদনমোহন ॥ ৩২১ ॥
অতি কৌতুকেতে পুনঃ কহিতে লাগিলা।
"প্রেমের লক্ষণ রাধে!" যে সব কহিলা ॥ ৩২২ ॥
তোমাতেই একমাত্র তাঁহাদের স্থিতি।
তব চিত্তে স্ফুরে তাই সেই প্রেম-গীতি ॥ ৩২৩ ॥

প্রিয়তমের দোষও যাহার কারণে।
শ্লাঘনীয় গুণ বলি' সদা বাসি মনে॥ ৩২৪ ॥
প্রিয়তম-দত্ত অন্তহীন কষ্ট চয়।
যাহার নিমিত্ত সুধাসম জ্ঞান হয় ॥ ৩২৫ ॥
যার জন্য প্রাণেশের বিন্দুমাত্র দুঃখ।
হৃদয়ে অসহ্য হয়, চলি' যায় সুখ॥ ৩২৬ ॥
অঙ্গীকার করিয়াও নিজ-দেহ-ত্যাগ।
যাহারে সম্ভব নহে করা পরিত্যাগ॥ ৩২৭ ॥
না রহিলে প্রিয়তমে মহিমার কণ।
দর্শন করায় তাহে মহিমার গণ॥ ৩২৮ ॥
'প্রেম'-নামে আখ্যা তা'র দুর্ল্লভ ধরায়।
তুমি মাত্র যোগ্য-পাত্রী তা'র সর্ব্বথায়॥ ৩২৯ ॥
শুনিয়াছি ইহা পূর্ব্বে গৌরীর সভায়।
এখন প্রত্যক্ষ তাহা করিনু এথায়॥ ৩৩০ ॥
কিন্তু রাধে! শ্রীকৃষ্ণ নহেন প্রেমবান্।
তাঁ'র আচরণে ইহা করি অনুমান॥ ৩৩১ ॥
তব অনুতাপদাবদগ্ধ মোর প্রাণ।
তব সখীবৃন্দ রাধে ইহাতে প্রমাণ॥ ৩৩২ ॥
অতএব মোর বাক্য ত্রিসত্য বলিয়া।
গ্রহণ করহ তুমি সন্দেহ ত্যজিয়া॥ ৩৩৩ ॥

তোমারে বিরহ-তাপে উত্তপ্ত করিতে।
বলিয়াছ যাহা যাহা শ্রীকৃষ্ণচরিতে ॥ ৩৩৪ ॥
বিশ্বাস করিব তাহা বল কোন্ মতে।
শু'নেছ কি কৃষ্ণ কিম্বা তা'র সখা হৈতে ॥ ৩৩৫ ॥
শ্রবণেও সখি! সত্য মানিব কেমনে।
কবে সত্য বলিয়াছে তাহারা জীবনে" ॥ ৩৩৬ ॥
কহিলা রাধিকা তদা সুনর্ম্ম-স্বভাব।
"প্রিয়তম-চিত্তে উঠে যখন যে ভাব ॥ ৩৩৭ ॥
তখনই বুঝি তাহা শুন প্রিয়-সখি!
শ্রীগোবিন্দ সুপ্রেমিক সদা আমি লখি" ॥ ৩৩৮ ॥
কহিলেন দেবীবেশী কৃষ্ণ সুখী হই'।
"শ্রীঅচ্যুত-যোগ-শাস্ত্র শি'খেছ কি সই ॥ ৩৩৯ ॥
কি প্রকারে প্রবেশিলা কৃষ্ণের অন্তরে।
কৃপা করি' বল তাহা! আমার গোচরে" ॥ ৩৪০ ॥
উত্তরিলা শ্রীরাধিকা,—"তুমি দেবীজন।
অতএব 'শ্রীঅচ্যুত-যোগসিদ্ধি-ধন' ॥ ৩৪১ ॥
লাভের নিমিত্ত তুমি ব্যগ্র অনুক্ষণ।
মানুষী কিরূপে হ'বে তোমার মতন ॥ ৩৪২ ॥
বিশ্বাস করিলে মোরে বলিব তোমায়।
যাহে জানি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে যাহা ভায় ॥ ৩৪৩ ॥

নতুবা কথায় বৃথা কিবা প্রয়োজন"।
দেবীবেশী কৃষ্ণচন্দ্র কহিলা তখন ॥ ৩৪৪ ॥
"বিশ্বাসের যোগ্য যুক্তি হইলে তোমার।
বল কেন অবিশ্বাস হইবে আমার ॥ ৩৪৫ ॥
সত্য বটে তব প্রিয় কৃষ্ণ গুণবান্।
কিন্তু তব মতে মাত্র—তিঁহ প্রেমবান্" ॥ ৩৪৬ ॥
কহিলেন শ্রীরাধিকা,—"প্রিয়তম-সখি!
পরিহাসে তুমি পটু বড় আমি লখি ॥ ৩৪৭ ॥
হৃদয় বুঝিতে যার নাহিক শকতি।
হেন জনে যার দেবি! অতিশয় রতি ॥ ৩৪৮ ॥
এরূপ আমারে তুমি অনুভব করি'।
বল, 'তুমি জান যাহা চিত্তে ধরে হরি' ॥" ৩৪৯ ॥
দেবীবেশী কৃষ্ণচন্দ্র কহিলা তখন।
"রাধে! তুমি জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণের মন ॥ ৩৫০ ॥
বিরহে করিলে কেন সু-উচ্চ রোদন।
হইলে না কেন সখি! আনন্দে মগন" ॥ ৩৫১ ॥
উত্তরিলা শ্রীরাধিকা,—"উত্তম বচন।
মম বাক্য এবে সখি! করহ শ্রবণ ॥ ৩৫২ ॥
কৃষ্ণ-দর্শনের আছে হেন এক শক্তি।
বিবেক হরয়ে যাহা, শুন করি' ভক্তি ॥ ৩৫৩ ॥

সেই শক্তি মোর জ্ঞান করিল হরণ।
তাহাতেই করিয়াছি বিস্তর রোদন" ॥ ৩৫৪ ॥
দেবীবেশী কহিলেন,—"শুন কৃশোদরি!
তুমি জান কৃষ্ণমন, মানি সত্য করি' ॥ ৩৫৫ ॥
কিন্তু জানেন কি তিঁহ তোমার হৃদয়।
উত্তর করহ রাধে! হইয়া সদয়" ॥ ৩৫৬ ॥
উত্তরিলা শ্রীরাধিকা—"এ রহস্য কহি।
শ্রবণ করহ তাহা স্থিরচিত্তে রহি ॥ ৩৫৭ ॥
অপরে প্রকাশযোগ্য না হ'লেও তাহা।
তব প্রেমে মুগ্ধ হই' বলি সত্য যাহা" ॥ ৩৫৮ ॥
দেবীবেশী কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন,—"রাধে!
জিজ্ঞাসি রহস্য যাহা, তোমায় অবাধে ॥ ৩৫৯ ॥
যদিও তাহাতে মোর ধৃষ্টতা-প্রকাশ।
তব প্রেমে তরলিতা হই' করি আশ ॥ ৩৬০ ॥
যদিও সুগোপ্য ইহা সুরহস্য-পূর্ণ।
যথাযথ বলি' আশা পূর সখি! তূর্ণ ॥ ৩৬১ ॥
চিন্তা করি' দেখ, প্রেমের পাত্রের কাছে।
সকল প্রকাশ্য, গোপনের কিবা আছে ॥ ৩৬২ ॥
অতএব কিছুমাত্র না করি' গোপন।
বলহ আমারে সখি! রহস্য-রতন ॥" ৩৬৩ ॥

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ

উত্তরিলা রাধা,—"আমি আর পীতবাস।
একে অপরের চিত্তে করি নিত্য বাস ॥ ৩৬৪ ॥
এ প্রবাদ মাত্র সখি! আরোপিত হয়।
আমাদের এক আত্মা কভু দ্বিধা নয় ॥ ৩৬৫ ॥
কোন সরোবরে যথা শোভে এক নালে।
নীল পীত দুই পদ্ম, নাচে এক তালে ॥ ৩৬৬ ॥
সেইরূপ এক প্রাণসূত্রে সংগ্রথিত।
আমাদের দেহপুষ্পদ্বয় নীল পীত ॥ ৩৬৭ ॥
পররসময় এক গভীর আত্মায়।
লীলারসস্বাদহেতু নিত্য দোহে ভায় ॥ ৩৬৮ ॥
বহুতৈলপরিপূর্ণ প্রদীপেতে স্থিত।
এক শলিতার দুই মুখ প্রজ্জ্বলিত ॥ ৩৬৯ ॥
হৈয়া নাশে যথা একে আনের আঁধার।
সেইরূপ স্নেহপূর্ণ একই আত্মার ॥ ৩৭০ ॥
একপ্রাণবদ্ধ দুই শরীর মোদের।
পরস্পর দুঃখ নাশি' সদন সুখের ॥ ৩৭১ ॥
তাহা দেখি' সুখে ভাসে সখীবৃন্দ যত।
মোদের হৃদয়ে তাহে সুখ বাড়ে কত ॥ ৩৭২ ॥
বিরহ-পবন যদা হয় সমুদিত।
দেহ-দীপদ্বয় হই' সম কম্পান্বিত ॥ ৩৭৩ ॥

অতি ত্বরা যুগপৎ মূর্চ্ছাগত হয়।
সুনিপুণ সখীবৃন্দ ব্যস্ত অতিশয় ॥ ৩৭৪ ॥
বিরহ-বারণে তদা যত্নবতী হ'য়ে।
প্রবেশ করায় দোঁহে অঙ্গসুখালয়ে ॥ ৩৭৫ ॥
যুগপৎ তাহে উভে স্বাস্থ্য লাভ করি।
আর কি প্রমাণ চাও বলত' সুন্দরি! ৩৭৬ ॥
হৃদয়-সম্পুট আজি করি' উন্মোচন।
দেখাইনু হে কল্যাণি! রহস্য-রতন ॥ ৩৭৭ ॥
করুক্ সম্যক্ তব সংশয় বিনাশ।
রাখিও হৃদয়ে সদা, না করো প্রকাশ" ॥ ৩৭৮ ॥
দেবীবেশী কৃষ্ণচন্দ্র বলিলা তখন।
"বুঝিলাম যুক্তিযুক্ত তোমার বচন ॥ ৩৭৯ ॥
কিন্তু বড় দুষ্ট সখি! হৃদয় আমার।
বচন-সত্যতা তব চাহে দেখিবার ॥ ৩৮০ ॥
রহিয়াছ তুমি রাধে! এবে এ ভবনে।
তব প্রিয় পিতৃগৃহে কিম্বা কোন বনে ॥ ৩৮১ ॥
তোমাদের একাত্মতা জানিলাম মনে।
বিনা পরীক্ষায় সিদ্ধ হইবে কেমনে ॥ ৩৮২ ॥
তব চিত্তে যে কালে যে বস্তুর যে স্মৃতি।
যে-প্রকারে হয়, কৃষ্ণ-চিত্তে সেই স্মৃতি ॥ ৩৮৩ ॥

সে-কালে সে-ভাবে যদি সেই বস্তু দেখি।
বিশ্বাস হয় দৃঢ়, সুপ্রমাণ লেখি ॥ ৩৮৪ ॥
প্রিয়তম কৃষ্ণ তব নিকটে বা দূরে।
যেখানে থাকুন, 'হেথা এস শীঘ্র করে' ॥ ৩৮৫ ॥
এরূপ স্মরণ মাত্রে যদি তিঁহ আসে।
তোমাদের একাত্মতা তবে চিত্তে ভাসে ॥ ৩৮৬ ॥
গুরুজন-তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দানবাগমন।
বিপত্তির অন্য কোন বিশেষ কারণ ॥ ৩৮৭ ॥
ইহাতে স্মরণে যদি মিলন না হয়।
তাহে চিত্তে বিবাদের স্থল নাহি রয় ॥ ৩৮৮ ॥
গুরুজনভয়ে গৃহে আহ্বান না করি'।
অভিসার কর বনে যথা তব হরি ॥ ৩৮৯ ॥
না বাঞ্ছ বিজয় তা'র স্বসুখের তরে।
দূরে অভিসর তা'রে সুখী করিবারে ॥ ৩৯০ ॥
এসকল জানি রাধে খঞ্জননয়নে।
গুরুজন না আসিবে এবে এ ভবনে ॥ ৩৯১ ॥
অতএব অনুরোধ রাখহ আমার।
সকৃৎ স্মরণ কর শ্রীকৃষ্ণে তোমার ॥ ৩৯২ ॥
হউক বিজয় তা'র দেখে সুখী হই।
সংশয় ত্যজিয়া সুখে কৃষ্ণনাম লই" ॥ ৩৯৩ ॥

শ্রীরাধিকা এইরূপে প্রার্থিতা হইয়া।
দেবীবেশী কৃষ্ণে কহে দৃঢ়তা লইয়া ॥ ৩৯৪ ॥
"কেন উপহাস সখি! করিছ আমায়।
অবধান কর সত্য বলছি তোমায় ॥ ৩৯৫ ॥
যাহা বলিতেছ সখি! তাহা না পারিলে।
লজ্জাপ্রাপ্ত প্রেম দুঃখ দিবেক পহিলে" ॥ ৩৯৬ ॥
হেন বলি' রাধারাণী সূর্য্যকে স্মরিয়া।
প্রার্থনা করিলা দেবী ধ্যানেতে রহিয়া ॥ ৩৯৭ ॥

শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন

"সৌখ্যদায়িন্ দেবারাধ্য ত্রিজগদীক্ষণ!
মম সর্ব্ব-অভিলাষপ্রদ ভগবন্ ॥ ৩৯৮ ॥
সত্যাসত্য-সাক্ষি-রূপ পর-কৃপাকর।
পদ্মিনীশ মদভীষ্টদেব দিবাকর ॥ ৩৯৯ ॥
রাধাকৃষ্ণ—এক আত্মা, যদি সত্য হয়।
এখনই হেথা কৃষ্ণ হউন উদয় ॥ ৪০০ ॥
আমার সম্মুখে এবে আবির্ভূত হৈয়া।
বিরাজ করুন সুখে আমা সবা লৈয়া" ॥ ৪০১ ॥
প্রার্থনা করিয়া রাধা মুদিলা নয়ন।
একমনে কৃষ্ণধ্যানে হইলা মগন ॥ ৪০২ ॥

যোগিনীর ন্যায় চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ করি'।
রহিলেন শ্রীরাধিকা মৌনব্রত ধরি' ॥ ৪০৩ ॥
এই অবসরে দেবীবেশী হৃষীকেশ।
স্ত্রীবেশ ত্যজিয়া ক্ষিপ্র ধরি' নিজ বেশ ॥ ৪০৪ ॥
সখীবৃন্দে ভ্রূসঙ্কেতে নিজ পক্ষ করি'।
শ্রীরাধার মুখ চুম্বি' আলিঙ্গিলা হরি ॥ ৪০৫ ॥
সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা তাহে হই' রোমাঞ্চিতা !
ধ্যানে এসেছেন কৃষ্ণ ভাবি' হৈলা প্রীতা ॥ ৪০৬ ॥
বাহিরেও হেরি কৃষ্ণে আনন্দে বরিলা।
আনন্দাশ্রুতে অঞ্জন বিধৌত করিলা ॥ ৪০৭ ॥
ক্ষণকালমধ্যে রাধা সংজ্ঞা লাভ করি'।
লজ্জা প্রকাশিলা মুখে আচ্ছাদন ধরি' ॥ ৪০৮ ॥
ললিতা কহিলা কৃষ্ণে,—"আশ্চর্য্য নাগর !
কেমনে আসিলে হেথা শাঠ্যের সাগর ॥ ৪০৯ ॥
কুলবধূগণমাত্র-গম্য অন্তঃপুরে।
পবনও যেই স্থান হৈতে রহে দূরে ॥ ৪১০ ॥
নির্ভীক যে পুরুষ তথায় প্রবেশয়।
সাহসিশেখর বলি' সেই গণ্য হয় ॥ ৪১১ ॥
মাদৃশী প্রখরাদ্বারা যিঁহ সুরক্ষিতা।
সাধ্বীগণ যাঁ'র কীর্ত্তি হেরি পুলকিতা ॥ ৪১২ ॥

সূর্য্যপূজা তরে যিঁহ স্নান সমাপিয়া।
আসনে আসীনা হই' ধ্যানমগ্ন-হিয়া ॥ ৪১৩ ॥
সেই রাধিকার অঙ্গ স্পর্শ বল করি'।
সূর্য্য হইতেও ভীত নহ কি হে হরি ॥ ৪১৪ ॥
সরম কাহাকে বলে, কভু নাহি জান।
লোক-ধর্ম্ম-মর্য্যাদাও কি হে নাহি মান ॥ ৪১৫ ॥
হে কৃষ্ণ! জটিলা আর্য্যা কিম্বা ক্রুদ্ধপতি।
উভয়ের কেহ গৃহে নাহিক সম্প্রতি ॥ ৪১৬ ॥
অবলা সখীরা মোরা কি করিতে পারি।
তাই তব সৌভাগ্যের যাই বলিহারি ॥ ৪১৭ ॥
তাই হে লম্পটবর পাইলে নিস্তার।
উত্তরিলা কৃষ্ণচন্দ্র—"শুন সবিস্তার ॥ ৪১৮ ॥
ক্রীড়ায় ছিলাম মত্ত গোশালা-অঙ্গনে।
দৈবাৎ রাধার কথা আসিল স্মরণে ॥ ৪১৯ ॥
সঙ্গে সঙ্গে দৈব মোরে আনিল এথায়।
অপরাধী কিসে মুই, বলহ ত্বরায়" ॥ ৪২০ ॥
কহিল শ্রীরাধা,—"সখি! কোথা দেবীধন।
প্রত্যয় করে কি এবে আমার বচন" ॥ ৪২১ ॥
উত্তরিলা শ্রীললিতা,—"মিলন হেরিয়া।
সন্দেহ ও পীড়া তার গিয়াছে চলিয়া ॥ ৪২২ ॥

দেবী এবে সুখে রাজে গৃহের ভিতর।
আনন্দিত-মন ত্যজি' ভাবনা ইতর ॥ ৪২৩ ॥
বিস্ময়ে কহিলা কৃষ্ণ—"কাকে কহ দেবী।
বল, সুখী হই তার পাদপদ্ম সেবি" ॥ ৪২৪ ॥
নিরুত্তরা ললিতায় কহিলা মাধব।
"তোমা সবার ধূর্ত্ততা বুঝিয়াছি সব ॥ ৪২৫ ॥
কোন সিদ্ধা দেবী কিম্বা গন্ধর্ব্বের রাণী।
তোমাদের গৃহে আসি' বলে সিদ্ধ-বাণী ॥ ৪২৬ ॥
সেই মন্ত্র লাভে রাধা হই' হর্ষযুত।
ললিতে! ক'রেছে মোরে এবে বশীভূত ॥ ৪২৭ ॥
প্রত্যহ আমায় করি' বলে আকর্ষণ।
দাস করিবারে ইচ্ছা ক'রেছে এখন ॥ ৪২৮ ॥
আমাকেও দেবী মন্ত্র করুন প্রদান।
সদয়া হইয়া রাধে! করহ বিধান ॥ ৪২৯ ॥
অথবা তুমিই রাধে! লই রহঃপুরে।
সিদ্ধ মন্ত্র দিয়া শীঘ্র শিষ্য কর মোরে ॥ ৪৩০ ॥
অতীব উৎকণ্ঠায় হইনু প্রপন্ন।
শিষ্যত্বে স্বীকার করি' কর মোরে ধন্য" ॥ ৪৩১ ॥
কহিলা শ্রীরাধা—"মহাসিদ্ধবিদ্যা তব।
বংশী আকর্ষয় সতী কুলনারী সব ॥ ৪৩২ ॥

এই বংশী সদা তব করে সুশোভন।
সিদ্ধমন্ত্রে আর বল কিবা প্রয়োজন" ॥ ৪৩৩ ॥
উত্তরিলা কৃষ্ণ,—"কিন্তু যবে বংশীধন।
তোমরা সকলে মিলি' করিবে হরণ ॥ ৪৩৪ ॥
সেইকালে মোর কার্য্য সিদ্ধির কারণ।
সিদ্ধমন্ত্র যত্নে হৃদে করিব ধারণ" ॥ ৪৩৫ ॥
কহিলা ললিতা,—"কৃষ্ণ! হেরিয়া তোমায়।
লুকাইলা গৃহে দেবী অতীব লজ্জায় ॥ ৪৩৬ ॥
কেন তোমা করিবেন মন্ত্র উপদেশ।
তবে ব্যগ্র হৈলে গৃহে করহ প্রবেশ ॥ ৪৩৭ ॥
প্রবেশিয়া কাকুবাদ কর দেবীপাশ।
প্রসন্না হইলে তব পূরিবেন আশ" ॥ ৪৩৮ ॥
ললিতার বাক্যে কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশিলা।
বিস্মিতা হইয়া রাধা সখীরে পুছিলা ॥ ৪৩৯॥
"ললিতে! ব্যাপার কিবা কহ স্পষ্ট করি'।
কোথা দেবী, কিবা লীলা করিতেছে হরি" ॥ ৪৪০ ॥
আশ্বাসিয়া শ্রীললিতা কহিলা রাধায়।
চল গৃহে যাই রাধে! ভয় কিবা তায় ॥ ৪৪১ ॥
দেবীসহ কৃষ্ণসঙ্গ হেরিব তথায়।
রহস্য বুঝিব হেরি' সন্দেহ কি তায় ॥ ৪৪২ ॥

রাধাচিত্তক্ষেত্রে উপ্ত কৃষ্ণোক্তি-নৈপুণ্য ।
সখীবৃন্দের লভিয়া হাস্যসুধা পুণ্য ॥ ৪৪৩ ॥
অঙ্কুরিত হই' ক্রমে 'তর্ক' তরু হ'ল ।
ফলিল রহস্যপূর্ণ রসময় ফল ॥ ৪৪৪ ॥
তখন ললিতা সখী রাধিকাকে কয় ।
"দেবী অন্তর্হিতা কিম্বা স্থানান্তরে রয় ॥ ৪৪৫ ॥
চলিলাম রাধে ! মোরা তাঁর অন্বেষণে ।
অথবা তুমিই মন্ত্র দাও কৃষ্ণধনে" ॥ ৪৪৬ ॥
এত বলি সখীবৃন্দ গেলেন চলিয়া ।
রাধা-কৃষ্ণ মিলিলেন আনন্দে গলিয়া ॥ ৪৪৭ ॥
প্রেম-সম্পুটের বহু বিলাসরতনে ।
জিনিলা মণ্ডিত হই' অসংখ্যমদনে ॥ ৪৪৮ ॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবা-কাম সাধুগণ ।
দোঁহাকার নাম-রূপ-গুণ-লীলা ধন ॥ ৪৪৯ ॥
হরষে শ্রবণ করি' কীর্ত্তন স্মরণ ।
অনায়াসে জয় করে অসংখ্য মদন ॥ ৪৫০ ॥
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর সুবিলাসময় ।
হেলায় জিনিবে তায় ইথে কি বিস্ময় ॥ ৪৫১ ॥

গ্রন্থরচনা-কাল

ষোলশত ছয় শক-অব্দের ফাল্গুনে।
রম্য-রাধাকুণ্ড-তটে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণে ॥ ৪৫২ ॥
"প্রেম-সম্পুট"-নামক কাব্য অপ্রাকৃত।
শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত ॥ ৪৫৩ ॥
সংস্কৃত কাব্যের সেই মরম লইয়া।
লিখিলাম কিছু মাত্র সেবার্থী হইয়া ॥ ৪৫৪ ॥
আমার যোগ্যতা নাহি, জানে সর্ব্ব জন।
গুরুপাদপদ্ম মোর পতিতপাবন ॥ ৪৫৫ ॥
সাধুগণ কৃপাগুণে ক্ষমিবেন দোষ।
তাঁহারা সন্তুষ্ট হৈলে আমার সন্তোষ ॥ ৪৫৬ ॥
গৌরাব্দের চারিশত ছাপ্পান্ন বামনে।
শ্রীশ্রীবাস-তিরোভাব-তিথিপূজা-ক্ষণে ॥ ৪৫৭ ॥
মুরারিচরণচ্যুত-স্বরধুনী-তটে।
কলিকাতা বাগীহট্ট শ্রীগৌড়ীয় মঠে ॥ ৪৫৮ ॥
'শ্রীগৌড়ীয় মঠ'-প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠাতা।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী বিশ্বত্রাতা ॥ ৪৫৯ ॥
তাঁহার অযোগ্য শিষ্য কৃষ্ণকান্তিদাস।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ সেবা করি' আশ ॥ ৪৬০ ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ পদধূলি দিয়া।
রাধাকৃষ্ণসেবা দিন্ কৃপাবিষ্ট-হিয়া ॥ ৪৬১ ॥

মহামন্ত্রে যুগল-ভজন

মহামন্ত্রে ষোল নাম সম্বোধনে ভায়।
অষ্ট 'হরে', চারি 'কৃষ্ণ', চারি 'রাম' তায় ॥ ১ ॥
নাম, রূপ, বেশ-ধ্বনি, মধুরালাপন।
লাবণ্য, কীর্ত্তন, নৃত্য, বীণার-বাদন ॥ ২ ॥
এই অষ্ট দ্বারে রাধা হরে কৃষ্ণমন।
তাই অষ্ট 'হরে' পদ করি নিরীক্ষণ ॥ ৩ ॥
পরানন্দ ধাম আর তিন আকর্ষণ।
গোপিকার চিত্ত, স্তন, অঙ্গের বসন ॥ ৪ ॥
চারি 'কৃষ্ণ'-সম্বোধন তাহাতেই পাই।
কীর্ত্তনে আনন্দ যত তার অন্ত নাই ॥ ৫ ॥
নয়নাভিরাম আর চিত্ত, গোবর্দ্ধন।
রাধাকুণ্ড স্থানত্রয়ে স্বচ্ছন্দ রমণ ॥ ৬ ॥
তাই চারি 'রাম' পদ আনন্দ-সাগর।
রাধাসহ রমে কৃষ্ণ রসিক নাগর ॥ ৭ ॥
'রাম'-পদে কেহ বুঝে দাশরথী রাম।
গোপী জানে রাম শ্রীরাধা-রমণ শ্যাম ॥ ৮ ॥

* শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের 'নামার্থ-দীপিকা' ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'র ইঙ্গিত অনুসরণে রচিত।

'হরি' 'হরা' সম্বোধনে 'হরে' পদ হয়।
হরা কৃষ্ণমনোহরা শ্রীরাধা নিশ্চয় ॥ ৯ ॥
রাধা যবে বিপ্রলম্ভে মহামন্ত্র লয়।
'হরে'-পদে চিত্তহারী শ্রীকৃষ্ণ বুঝয় ॥ ১০ ॥
রাধিকার অনুগতা সখীগণ যত।
'হরে' পদে শ্রীরাধিকা তাহাদের মত ॥ ১১ ॥
রাধাহীন কৃষ্ণ ভজে অর্ব্বাচীন জন।
'হরা'-শব্দের মহিমা না বুঝে কখন ॥ ১২ ॥
'হরে'-পদে বুঝে মাত্র একল যাদব।
ভাগ্যবান্ জন জানে রাধার মাধব ॥ ১৩ ॥
হরা-হরি, হরা-কৃষ্ণ আর হরা-রাম।
সম্বন্ধ ও অভিধেয় প্রয়োজন-ধাম ॥ ১৪ ॥
রাধিকা মাধব দোঁহে একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ১৫ ॥
লীলার বৈচিত্র্য যা'র হৃদয়ে পশিল।
রাধার মাহাত্ম্য তা'র চিত্ত আকর্ষিল ॥ ১৬ ॥
মাধবে অধিক রাগ কারো কারো হয়।
রাধাপদ ধন প্রাণ মোর সুনিশ্চয় ॥ ১৭ ॥
তাঁহার চরণ বিনা নাহি বুঝি আন।
তাঁহার অনুগাগণ আমার পরাণ ॥ ১৮ ॥

নয়নমঞ্জরী কৃপা করিয়া আমায়।
রূপদ্বারে অর্পিবেন রাধিকার পায়॥ ১৯॥
রাধার করুণা দেখি' শ্রীকৃষ্ণ তখন।
মম প্রতি নিক্ষেপিবে সকৃপ নয়ন॥ ২০॥
সেবা লভি' ধন্য হ'বে জীবন আমার।
গাহিব বিহ্বল হঞা মহামন্ত্র সার॥ ২১॥
বিপ্রলম্ভে সম্ভোগেতে দুই অবস্থায়।
মহামন্ত্র সদা সেব্য বুঝিব হিয়ায়॥ ২২॥

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥"

মহামন্ত্র কৃপা করি' স্ফুরিবে হৃদয়ে।
স্বরূপ দেখাবে মোরে আনন্দিত হ'য়ে॥ ২৪॥
হরি-আলিঙ্গিত হরা, হরাশ্লিষ্ট হরি।
সেবিব যুগল রূপ প্রতি পদ বরি'॥ ২৫॥
গাহিব বিহ্বল চিত্তে পদ অর্থ স্মরি'।
পরম দয়ালু মোর হরা আর হরি॥ ২৬॥

হরে—হে হরে শ্রীরাধে নামে কৃষ্ণমন হর।
তব নাম শুনি' তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণসুন্দর॥ ২৭॥
একবার মাত্র জপিলেই রাধানাম।
আকৃষ্ট হয়েন সুখে সুখময় শ্যাম॥ ২৮॥

রাধানাম-প্রেমে মত্ত হয় যেই জন।
তার কাছে চতুর্ব্বর্গ কাণা কড়ি সম ॥ ২৯ ॥
ভক্তের কি কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মাধব।
রাধানামাঙ্কিত-মন্ত্র সদা করে জপ ॥ ৩০ ॥
মদনমোহন মনোহর রাধানাম।
'হরে' এই পদে যেন গাহি অবিরাম ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ—কৃষ্ণ! পরানন্দময় শ্রীনাম তোমার।
তব নামে বহে সদা প্রেমের সুধার ॥ ৩২ ॥
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতি উদয় করায়।
অসংখ্য-বদন-লাভে বাসনা জন্মায় ॥ ৩৩ ॥
এক মুখে ক'টি মুই ল'ব কৃষ্ণনাম।
বিধি কেন নাহি দিল অসংখ্য বয়ান ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণনাম সুধা যবে শ্রবণে প্রবেশে।
অসংখ্য-শ্রবণ-স্পৃহা জাগে হৃদদেশে ॥ ৩৫ ॥
চিত্তেতে প্রবেশে যবে হইয়া সদয়।
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করয় বিজয় ॥ ৩৬ ॥
অমৃত নির্ম্মিত কত 'কৃষ্ণ'বর্ণদ্বয়।
নাহি জানি হে মাধব কৃষ্ণ দয়াময় ॥ ৩৭ ॥

হরে—হে হরে! গৌরাঙ্গি! তব কাঞ্চন-বরণ।
হরণ করয়ে সদা শ্রীকৃষ্ণের মন ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ—হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি আকর্ষকচূড়ামণি ।
আকর্ষণে দক্ষ তব মাধুর্য্য ও ধ্বনি ॥ ৩৯ ॥
গম্ভীর জলদনাদ জিনি' কণ্ঠধ্বনি ।
নর্ম্ম আলাপন আর ভূষণের ধ্বনি ॥ ৪০ ॥
আর বেণুনাদ তব শ্রবণে পশিয়া !
গৃহ হৈতে আকর্ষয় উন্মত্ত করিয়া ॥ ৪১ ॥
কুলধর্ম্ম-গুরুভয়-নার্য্যুচিতলজ্জা ।
বংশীরবে ত্যক্ত হয় সর্ব্ব সাজসজ্জা ॥ ৪২ ॥
মাধুর্য্য খসায় নীবি পতির সম্মুখে ।
ধৃষ্টতার কথা কি কহিব এক মুখে ॥ ৪৩ ॥
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ! তোমার মাধুর্য্য প্রাণ আকর্ষয় ।
ইন্দ্রিয়সকল তাহে তব পদে রয় ॥ ৪৪ ॥
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ! সুকোমল করে স্পর্শ গোপীবক্ষ ।
গোপীকুচ আকর্ষণে তুমি বড় দক্ষ ॥ ৪৫ ॥
উত্তরীয় বস্ত্র হরি' কুচ আকর্ষণ ।
অন্তরীয় বস্ত্র হরি' করহ রমণ ॥ ৪৬ ॥
নখ-দন্তাঘাত-চন্দ্র করিয়া স্থাপন ।
স্তন-ভাল-গণ্ড-শোভা করহ বর্দ্ধন ॥ ৪৭ ॥
হরে—হরে ! শ্রীরাধিকে ! তব অঙ্গের লাবণ্য ।
হরিয়া কৃষ্ণের মন তা'রে করে ধন্য ॥ ৪৮ ॥

তব তারুণ্য-কারুণ্য-লাবণ্য-অমৃত।
লাভ করি' কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় প্রীত ॥ ৪৯ ॥

হরে—হরে! শ্রীরাধিকে! দেবি! নর্ম্মালাপ তব।
হরিয়া কৃষ্ণের মন ঢালে সুধাসব ॥ ৫০ ॥

হরে—হে হরে! শ্রীরাধে! হেরি' তোমার নর্ত্তন।
অপহৃত কৃষ্ণচিত্ত করে প্রশংসন ॥ ৫১ ॥

রাম—হে রাম! শ্রীকৃষ্ণ! তুমি করহ রমণ।
রাধাসহ, তাই তব 'রাম'-সংজ্ঞাধন ॥ ৫২ ॥
নিরন্তব কুঞ্জে ক্রীড়া স্বচ্ছন্দ বিলাস।
সেবা পাঞা ধন্য হয় অন্তরঙ্গ দাস ॥ ৫৩ ॥

হরে—হে হরে! শ্রীরাধে! শুনি' তোমার কীর্ত্তন।
অপহৃত কৃষ্ণমন আনন্দে মগন ॥ ৫৪ ॥

রাম—হে রাম! শ্রীকৃষ্ণ! গোবর্দ্ধন-কন্দরায়।
যাই' রম রাধাসহ প্রফুল্লহিয়ায় ॥ ৫৫ ॥

রাম—হে রাম! শ্রীরাধিকার নয়নাভিরাম!
রাধিকার চিত্তে তুমি রম অবিরাম ॥ ৫৬ ॥

রাম—রাম! শুনি' কৃষ্ণনাম পহিলে ভাবিনী।
দ্বিতীয়ে হেরিয়া বর্ণ হয় উন্মাদিনী ॥ ৫৭ ॥
তৃতীয়ে লাবণ্যামৃতে কামগ্রস্ত মন।
চতুর্থে করয়ে গোপী প্রাণ সমর্পণ ॥ ৫৮ ॥

পঞ্চমে পঞ্চশরের প্রবলাক্রমণ।
মোহন-মাদন-ভাবে হয় অচেতন ॥ ৫৯ ॥
সেবা বিনা গোপীচিত্ত নাহি জানে আন।
সর্ব্ব কার্য্য তা'র, তব আনন্দের ধাম ॥ ৬০ ॥
তোমার আনন্দ হেরি তাহার আনন্দ।
ইহাই গোপীর প্রেম জানে সেবানন্দ ॥ ৬১ ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাহি গোপীমনে।
সেব্যের আনন্দ-স্পৃহা তাহার সেবনে ॥ ৬২ ॥
রাম! কৃষ্ণ! নন্দসুত! যশোদানন্দন!
রাধাসহ হেরি তোমা এই মোর মন ॥ ৬৩ ॥
যুগল-সেবনে ধন্য হোক মোর চিত্ত।
তোমাদের সেবা মাত্র হোক মোর বিত্ত ॥ ৬৪ ॥
অন্য বিত্ত প্রয়াসেতে আকাঙ্ক্ষা না যায়।
এই দয়া কর মোরে! ওহে শ্যামরায় ॥ ৬৫ ॥
হরে—হে হরে শ্রীরাধে! শুনি' তব বীণাতান।
হৃতচিত্ত রাধানাথ, নাচে তা'র প্রাণ ॥ ৬৬ ॥
হরে—হে হরে! শ্রীরাধে! দেবি! তব অলঙ্কার।
হাবভাব, বেশভূষা, স্তুতি, তিরস্কার ॥ ৬৭ ॥
মানাদি সকলি হরে শ্রীকৃষ্ণের মন।
তুমি বিনা কারো ন'ন শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৬৮ ॥

প্রার্থনা

নয়নমঞ্জরী-কৃপা আকর্ষিয়া মোরে।
রূপদ্বারে লৈঞা যাবে শ্রীরাধা-গোচরে ॥ ৬৯ ॥
হেন দিন হইবে কি, পদতলে স্থান।
দানিয়া করিবে মোরে 'কুসুম' আহ্বান ॥ ৭০ ॥
'কুসুম' আহ্বান শুনি' আনন্দে মাতিয়া।
মুখপানে তাকাইব ইঙ্গিত লাগিয়া ॥ ৭১ ॥
ইঙ্গিতে করিব কার্য্য তুষ্ট হ'বে তুমি।
সফল মানিব শ্রম, ধন্য হব আমি ॥ ৭২ ॥
কুসুম-মালিকা আর কুসুম-শয়ন।
রচিয়া করিব সুখী তুমি দুই জন ॥ ৭৩ ॥
অযোগ্য দেখিয়া মোরে না কর বর্জ্জন।
যোগ্যতা অর্পিয়া দেহ পদ-সেবা-ধন ॥ ৭৪ ॥
পাদ-সম্বাহন যবে দিবে কৃপা করি'।
সার্থক হইবে চিত্ত হর্ষে সেবা বরি' ॥ ৭৫ ॥
বৃন্দাবন-ধাম রম্য, যমুনার তট।
গোবর্দ্ধন-গুহা, রাধাকুণ্ড, বংশীবট ॥ ৭৬ ॥
গোকুল, যাবট কিম্বা অন্য কোন স্থানে।
যথায় রহিবে তুমি রহি' সেই ধামে ॥ ৭৭ ॥
সেবিব চরণ তব হেন ভাগ্য হ'বে।
'নয়নমণি'র তব লভি' কৃপালবে ॥ ৭৮ ॥

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

বর্ষা ঋতু গত, শরত আগত,
হাসিমাখা ব্রজভূমি।
কুলে কুলে ভরা, শ্যাম-মনোহরা,
কি গান গাহিছ তুমি ॥ ১ ॥
কল-কল-নাদে, স্বর-রসাস্বাদে।
বহি' চিদানন্দ-ধারা।
বলগো আমায়, চ'লেছ কোথায়,
হে যমুনে (হ'য়ে) আত্মহারা ॥২ ॥
ব্রজ-বন-বক্ষে, শ্যাম-সেবা-লক্ষ্যে,
প্রেমদ্রবা স্রোতস্বিনী।
সর্ব্ব-পাপ-হরা, প্রেমানন্দভরা,
সেব্য-সেবা-সোহাগিনী ॥ ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-তপন উদিবে এখন,
তাই তুমি হর্ষমতি।
প্রবল তরঙ্গ, করি নানা রঙ্গ,
চ'লেছে অবাধ-গতি ॥ ৪ ॥

শ্রীমানসগঙ্গা, প্রবল-তরঙ্গা,
আর যত জলাশয়।
কমল-শোভিত, শ্যাম-সেবা-রত
হর্ষমতি অতিশয় ॥ ৫ ॥
হংস-চক্রবাক্, ভাসিছে অবাক্,
মরি, কি সুন্দর গতি।
কোমল-মৃণাল, আস্বাদিছে ভাল
ভাবিতেছে প্রাণপতি ॥ ৬ ॥
শ্যাম-চিন্তা-রত, বৃক্ষ বল্লী যত,
পরিয়া শ্যামল-বেশ।
বলিছে সবায়, ভজ শ্যাম রায়,
নাহি যাহ অন্য দেশ ॥ ৭ ॥
পিক শুক শারী, বসি' সারি সারি,
গাহিছে প্রভুর যশ।
কিবা চমৎকার, হৃদয় ঝঙ্কার,
ঢালিছে অমিয়-রস ॥ ৮ ॥
শ্যামাভা হেরিয়া, পুচ্ছ প্রসারিয়া,
নাচিছে ময়ূরকুল
কি সুন্দর-শোভা, নেত্রমনোলোভা,
চিত্ত করিছে আকুল ॥ ৯ ॥

রম্য কুঞ্জোদ্যানে, আর বনে বনে,
কুসুম র'য়েছে ফুটি'।
গুন্ গুন্ রবে, অলিকুল সবে,
সৌরভ লইছে লুটি' ॥ ১০ ॥
কমল সবার, শ্যাম-অলি-হার,
মরি! কি সুন্দর শোভা।
কোনটী উড়িছে, কোনটী পড়িছে
তা'রা সবে মধুলোভা ॥ ১১ ॥
বলিছে সবায়,— "কি কারণে হায়,
জড়-পুতি-গন্ধে রহ।
এড় সব বাধা, শ্যাম-সেবা-সুধা,
বরণ করিয়া লহ ॥ ১২ ॥
গোবর্দ্ধন-গিরি, নন্দীশ্বর মরি,
কি শোভা ধ'রেছে আজ!
কুসুমিত লতা, শ্যাম গুল্ম তথা,
তাহে কি সুন্দর সাজ!! ১৩ ॥
নভো-নীল-দ্যুতি, ধরা-শ্যাম-জ্যোতি,
সৌখ্য-আলিঙ্গিত-কায়।
কহিছে সবায়, আসিছে ধরায়,
সেব্য-ধন শ্যামরায় ॥ ১৪ ॥

যে দিকে তাকাই, সেই দিকে পাই,
প্রকৃতির স্নিগ্ধ হাসি।
সুগন্ধি-পবন, বহে ঘন ঘন,
আনন্দ-হিল্লোলে ভাসি' ॥ ১৫ ॥
গ্রহ উপগ্রহ, সবেই সাগ্রহ,
শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লাগি'।
হইয়া সুশান্ত, সুস্নিগ্ধ সুদান্ত,
রহিয়াছে সবে জাগি' ॥ ১৬ ॥
মুখ্য-শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী হের,
উদিতা রোহিণী সহ ॥
রাত্রি দ্বিপ্রহর, কংস-কারাঘর,
আলোকিত কেন কহ ॥ ১৭ ॥
শত-সূর্য্য জিনি', সু-উজ্জ্বল যিনি,
শত-চাঁদ-সুধা যাঁ'র।
(সেই) শ্যাম-সুধাকর, পাপ-তমোহর,
উদিছে আনন্দাধার ॥ ১৮ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধর সদা,
স্মিতমুখ মনোলোভা।
মুখ গণ্ডদ্বয়, রম্য নখচয়,
চন্দ্রমালা—স্নিগ্ধশোভা ॥ ১৯ ॥

অষ্টমীর চাঁদ, ললাটের ছাঁদ,
তিলক শোভিছে তায়।
জিনি' তিলফুল, শোভে নাসামূল,
কমল নয়ন ভায় ॥ ২০ ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল নাচিছে যুগল
কি শোভা ধরিছে মরি।
মণি-দ্যুতি-সহ কর্ণের কলহ
(বলি) 'মম শোভা নিলে হরি' ॥ ২১ ॥
মস্তকে মুকুট, মণি-রত্ন-পুট,
ভাতিছে বিচিত্র-শোভা।
বিবিধ বরণ দ্যুতির মিলন
মুনিজনমনোলোভা ॥ ২২ ॥
'বৈজয়ন্তী' মাল, গলে দোলে ভাল,
শ্রীবৎস-অঙ্কিত বক্ষ।
পীতাম্বরধর, চরণে নূপুর,
নিরখ চিকুর দক্ষ ॥ ২৩ ॥
দেবকী জননী নানা-গুণ-খনি,
বসুদেব স্বামী তাঁ'র।
উভে শুদ্ধ-সত্ত্ব, চিদানন্দ-তত্ত্ব,
শ্যাম নিত্য পুত্র যাঁ'র ॥ ২৪ ॥

নির্ব্বিশেষবাদী, কংস দুরমতি
কৃষ্ণদ্রোহে যা'র মন
ছাড়' তার দাস্য, হের সেবা-লাস্য,
পাবে নিত্য সেব্য ধন ॥ ২৫ ॥
যমুনার তীরে, গোকুল-নগরে,
রম্য নন্দালয় রাজে।
কৃষ্ণ যোগমায়া, উদিত হইয়া,
যশোদা-পার্শ্বে বিরাজে ॥ ২৬ ॥
বাসুদেব লঞা, বসুদেব ধাঞা,
উপনীত হৈল তথা।
দেখেন তখন, নিদ্রিত ভবন,
বাসুদেব গেল কোথা ॥ ২৭ ॥
নন্দের নন্দন, সর্ব্বপ্রাণধন,
অঙ্গে লইয়াছে তাঁ'রে।
যোগমায়া লঞা, বসুদেব গেলা,
ফিরে কংস-কারাগারে ॥ ২৮ ॥
ভজ ভজ ভাই, নন্দের কানাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
যাবে ভব-ভয়, হইবে নির্ভয়,
পাইবে প্রেমের হরি ॥ ২৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

মথুরা হইতে গোকুলের পথে
রম্য রাভেল নগর।
প্রেম-দ্রব-নীর যমুনার তীর
দিব্য-কুঞ্জমালা-ধর ॥ ১ ॥
বৃষভানু-রাণী কৃত্তিকা বাখানি
পিতার আলয় তাঁ'র।
'রাভেল' খর্ব্বটে কালিন্দীর তটে
অপূর্ব্ব শোভার ধার ॥ ২ ॥
আম্র-শাখে পিক গাহে রাধা ঋক্
দাড়িম্বে বসিয়া শুকে।
দ্রাক্ষা-লতে শারী বসি' সারি সারি
কূজনিছে মহাসুখে ॥ ৩ ॥
গাহিছে সবায় আসিছে ধরায়
শ্যামরায়-মনোহরা।
শ্রীরাধিকা নাম আরাধিকা ধাম
দেবী কৃষ্ণময়ী বরা ॥ ৪ ॥

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি হই'
সেবিছে পরাণনাথ।
পরা ঠাকুরাণী শ্যাম-সম্মোহিনী
যাঁর ধন ব্রজনাথ ॥ ৫ ॥
কায়ব্যূহ তাঁর ত্রিবিধ প্রকার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজরামা।
দ্বারকা পুরীর মহিষী হরির
শ্রীরুক্মিণী সত্যভামা ॥ ৬ ॥
বৈকুণ্ঠধামের লক্ষ্মীগণ আর
নারায়ণসেবাপরা।
রাধিকা-অংশিনী সর্ব্বশক্তিখনি
অংশি-শ্যাম-মনোহরা ॥ ৭ ॥
পঞ্চবিংশগুণা সঙ্গীত-নিপুণা
নবীনবয়সযুতা।
কিশোরী মধুরা বিনীতা চতুরা
রম্যা বৃষভানুসুতা ॥ ৮ ॥
চঞ্চলনয়না কুসুমচয়না
সৌভাগ্যরেখাসদনা।
সৌগন্ধে শ্যামের উন্মাদিনী হের
উজ্জ্বলহাস্যবদনা ॥ ৯ ॥

রমণীয়-বাণী নর্ম্মগুণখনি
করুণার মূর্ত্তকায়।
পাটব-অন্বিতা কৌটিল্য-রঞ্জিতা
তাহে ধৈর্য্য শোভা পায়॥ ১০॥
লজ্জাশীলা বালা 'সুমর্য্যাদা'-মালা
রাধা গম্ভীরহৃদয়া।
সুবিলাসযুতা বৃষভানুসুতা
রাধা স্বজনসদয়া॥ ১১॥
সেবে সদা হর্ষে পর উতকর্ষে
তিঁহ মহাভাবময়ী।
গোকুল প্রেমের বসতি-নগর
যিঁহ মদনবিজয়ী॥ ১২॥
আশ্রয় জগত শ্রেণীর মধ্যত
উদ্‌দীপ্তযশোযুতা।
গুরু লোকে নতি গুরুস্নেহবতী
সখীপ্রণয়বশীভূতা॥ ১৩॥
কৃষ্ণপ্রিয়া যত তঁহি মধ্যগত
মুখ্যা বৃষভানুসুতা।
সেব্য-শ্যাম-যশ সদা যাঁর বশ
তিঁহ সেব্যা হেমলতা॥ ১৪॥

রাজা বৃষভানু কীর্ত্তিমান্ তনু
কৃত্তিকা মহিষী তাঁর।
দুহু শুদ্ধসত্ত্ব সেবাপরতত্ত্ব
রাধিকা তনয়া যাঁর ॥ ১৫ ॥
রম্য বরষাণ সুখের সদন
তাঁহার রাজত্ব তায়।
কুসুমিত-লতা শ্যাম গুল্ম তথা
মাঝে মাঝে শোভা পায় ॥ ১৬ ॥
শুক্লাষ্টমী হের সুরম্য ভাদ্রের
ধরায় উদিত আজ।
সুন্দরী ধরণী ধরে কত মণি
(তাঁর) কিবা অপরূপ সাজ ॥ ১৭ ॥
নির্ম্মল আকাশ সুনীল প্রকাশ
দিবাকর মাঝে শোভে।
সর্ব্বগুণযুতা বৃষভানুসুতা
রাভেলে উদিবে এবে ॥ ১৮ ॥
এস সবে গাই জয় জয় রাই
জয় পরা ঠাকুরাণী।
তুমি ভেদ নহ নন্দসুত সহ
উভে এক করি' মানি ॥ ১৯ ॥

তুই দেহ ধরি' লীলাময় হরি
আস্বাদয় লীলারস।
অন্যোন্যে বিলাস নিত্য ব্রজে বাস
তুঁহু নিরমল-যশ ॥ ২০ ॥
চিদানন্দ-কায় নিত্য বর্ণ তায়
নিত্য কলেবর তুই।
নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বচয়ে
রবিসম প্রকটই ॥ ২১ ॥
'বিষয়', 'আশ্রয়' তুই সমাশ্রয়
শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের
তুই রসখনি পরামৃত-ধনী
তুঁহু সেব্য সকলের ॥ ২২ ॥
প্রেমসার ভাব গোপিকা-স্বভাব!
ভাবসার মহাভাব।
মহাভাবরূপা হ্লাদিনী-স্বরূপা
রাধাপদে সর্ব্বভাব ॥ ২৩ ॥
মধ্যাহ্নের ভানু জিনি' তাঁর তনু
সদা করে ঝলমল।
ভবদাবহর নহে ত' প্রখর
চন্দ্রসম স্নিগ্ধোজ্জ্বল ॥ ২৪ ॥

তপত কাঞ্চন তাঁহার বরণ
নীলাম্বর শোভে অঙ্গে।
মাধুর্য্যের খনি সৌন্দর্য্যের মণি
লাবণ্য রাজিছে রঙ্গে ॥ ২৫ ॥
শীতল পবন করিছে বীজন
নাচিছে ময়ূরকুল।
ব্রজপুরশোভা কিবা মনোলোভা
সবে আনন্দে আকুল ॥ ২৬ ॥
(ঐ হের) বৃষভানুসুতা হ'য়েছে উদিতা
এস সবে জয় গাই।
জয় রাধা জয় জয় জয় জয়
জয় জয় জয় রাই ॥ ২৭ ॥
শ্রীরাধিকা জয় জয় দেবী জয়
জয় জয় রসভূমি।
জয় জয় জয় রাধারাণী জয়
জয় জয় রাধাষ্টমী ॥ ২৮ ॥
নমি গো চরণে চম্পক-বরণে
অভিন্ন বিগ্রহ তব।
'নয়নের মণি' করুণার খনি
তাঁ'র পদে সদা রব ॥ ২৯ ॥

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-যাত্রা

অবিদ্যার অন্ধকার বিনাশিয়া কৃপাধার
সমুদিত হইবেন জানি'।
ঋতুরাজ হাসিমুখে আসিয়াছে মহাসুখে
অবনীতে স্ব-সৌভাগ্য মানি' ॥ ১ ॥
বসন্তের অনুচর কোকিল গায়কবর
গাহিতেছে আবাহন-গীতি।
"এস প্রভো গৌররায় এস এস এ ধরায়
সেবিব চরণ যথারীতি ॥" ২ ॥
"রম্য-নবদ্বীপ-পদ্ম কেবল-ভকতি-সদ্ম"
কূজনিছে কোকিলা গায়িকা।
"অষ্ট দিকে অষ্ট দ্বীপ, মধ্যে রাজে অন্তর্দ্বীপ,
অষ্টদল মাঝে করণিকা ॥ ৩ ॥
জাহ্নবীর পূর্ব্বতটে, দ্বীপ-চতুষ্টয় বটে—
অন্ত, মধ্য, সীমন্ত, গোদ্রুম।
পশ্চিম তীরেতে তার কোল, ঋতু, জহ্নু আর
রুদ্রদ্বীপ, রম্য মোদদ্রুম ॥ ৪ ॥

সুবিদিত সেবাকাম নবধা ভক্তির ধাম
নবদ্বীপ—নব-দ্বীপ-যুত।
অপ্রাকৃত দিব্যরূপ, সকল রূপের ভূপ,
হেরে যিঁহ নিরমলচিত ॥ ৫ ॥
আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ হের নেত্র
তা'র মধ্যে মায়াপুর রয়।
শ্রীসীমন্ত—শ্রবণাখ্য, শ্রীগোদ্রুম—কীর্ত্তনাখ্য,
স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপ হয় ॥ ৬ ॥
কোলদ্বীপে পাদসেবা, 'ঋতু'তে অর্চ্চন-সেবা
বন্দনাখ্য জহ্নু দ্বীপ হয়।
মোদদ্রুমে শুদ্ধ দাস্য, রুদ্রদ্বীপে শুদ্ধ সখ্য,
এইক্রমে সেবা বিরাজয় ॥ ৭ ॥
পুর নবদ্বীপ নাম, ঔদার্য্য-লীলার ধাম
তিঁহ গৌরাঙ্গের নীলা-শক্তি।
গৌরকান্তি তাঁ'র অঙ্গ, সেবে সদা শ্রীগৌরাঙ্গ
তাঁর রজে রহু মোর ভক্তি ॥ ৮ ॥
কিবা অপরূপ শোভা, ভক্তগণমনোলোভা,
হের ভাই হঞা প্রেমনেত্র।
স্রোতস্বিনী, বন, সর, সরণি, চত্বর, আর
অপূর্ব্ব শোভার ধাম যত্র ॥ ৯ ॥

মায়াজালাবৃত আঁখি দেখে ধাম বদ্ধ থাকি,
তটিনীর বেগে লণ্ডভণ্ড।
কোথা দেখে অন্ধকূপ কোথা মশকের ঝোপ
কোথাও বা বিসূচিকা চণ্ড ॥ ১০ ॥
কোথাও কণ্টক কতি, কোথাও সর্পের গতি
কোথা দেখে জঙ্গলের স্তূপ।
কোথা হেরে খোলা মাঠ কোথা পায় ভোগঠাট
কোথা হেরে জড় রম্যরূপ ॥ ১১ ॥
প্রেমাঞ্জন-শলাকায় যবে 'জাল' কাটা যায়,
আঁখি তদা হয় চিন্ময়।
জড় রূপ দূরে যায়, চিন্ময় স্বরূপ ভায়,
প্রেমানন্দে ভরয়ে হৃদয় ॥ ১২ ॥
অপ্রাকৃত ধাম তদা, হৃদয়ে স্ফুরয়ে সদা,
আনন্দের না থাকে অবধি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা তরে রহিয়াছে স্তরে স্তরে
ফুল ফল হেরে প্রেমনিধি ॥ ১৩ ॥
নগরের মাঝে মাঝে নিত্য নব নব সাজে
স্বচ্ছজল সর বিরাজিত।
ফুল্ল কৈরব, কহ্লার, স্বর্ণপদ্ম, ইন্দিবর,
সরোবর মাঝে সুশোভিত ॥ ১৪ ॥

হংস, সারস, কাদম্ব, মদ্‌গু, প্লব, করণ্ডব,
সরারি, টিট্টিভ, চক্রবাক্।
খঞ্জন, মরাল আর ভাসিতেছে বার বার
প্রদানিয়া সুমধুর ডাক ॥ ১৫ ॥
বনমাঝে রম্য তাল, লকূচ, তিলক, শাল,
প্লক্ষ, বিল্ব, আম্র, চলদল।
পলাশ, তুল, তমাল, পীলু, গালব, রসাল,
আসন, পিয়াল, দধিফল ॥ ১৬ ॥
দেবদারু, কন্দরাল, রাজাদন, কৃতমাল,
সরল, বকুল, কোদদাল।
হলিপ্রিয়, উলুখল, বঞ্জুল ক্রমোতপল,
জম্বীর, পনস, উদদাল ॥ ১৭ ॥
নব-পল্লব-ভূষিত, মধুর-হাস্য-শোভিত
বিরাজিছে তরু এই সব।
ডালে বসি' পাখী যত, গৌর-গুণ-গানে রত
সবে করে সুমধুর রব ॥ ১৮ ॥
স্থানে স্থানে পুষ্পবন, রম্য শোভার সদন,
ফুটিয়াছে কত শত ফুল।
মাধবী, সপ্তলা, জাতী, মল্লিকা, কৃষ্ণলা, যুথী
সূর্য্যমুখী, কস্তুরী, বকুল ॥ ১৯ ॥

কেতকী, চম্পক, বেল, গাঁদা, গোলাপ, কমল,
শেফালিকা আর গন্ধরাজ।
আরো কত রম্য ফুল, সৌরভে নাহিক তুল,
পরিয়াছে কিবা দিব্য সাজ ॥ ২০ ॥
সন্দেহ না কর ভাই, এবে সবে এক ঠাঁই
ফুটিয়াছে গৌর-সেবা-তরে।
ষড় ঋতু এক কালে, উদিয়াছে এক তালে,
প্রকৃতির দৃশ্য মন হরে ॥" ২১ ॥
মধুর মলয় বায় মৃদু মৃদু বহি' যায়
ল'য়ে সাথে পুষ্প-পরিমল।
অলিকুল মধু পায়, গুন্ গুন্ গান গায়
নাচে রঙ্গে লভি' নব বল ॥ ২২ ॥
পুষ্পগুচ্ছে অলিকুল, শোভার নাহিক তুল,
গুঞ্জরিছে সুমধুর স্বরে,—
"ভজ ভজ ভজ ভাই শচী-সুত শ্রীনিমাই
প্রেম-সিন্ধু লভিবার তরে ॥ ২৩ ॥
গৌরনাম-গানে ভাই ভবসিন্ধু ত'রে যাই,
অনায়াসে লভি প্রেম-সিন্ধু।
কর্ম্মীত' অসার জানি ব্রহ্মানন্দে কভু জ্ঞানী
নাহি পায় তার একবিন্দু ॥ ২৪ ॥

ধন্য-কলি-আগমনে কৃষ্ণ লঞা নিজগণে
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রকাশয়।
যেই গৌরনাম লয় তা'র হয় প্রেমোদয়
ব্রজে বাস সেই জন পায় ॥ ২৫ ॥
গৌরনাম না লইয়া যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া
কৃষ্ণপ্রাপ্তি বহু দূরে তা'র।
গৌরনাম লয় যেই, ত্বরা কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি তা'র আর ॥ ২৬ ॥
কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে অপরাধ প্রেমদানে
বাধা দেয় সাধকে নিয়ত।
গৌরনাম উচ্চারণে অপরাধ নাহি গণে
প্রেম পায় সাধক সতত ॥ ২৭ ॥
গৌরকৃপা না হইলে কৃষ্ণপ্রেম নাহি মিলে
শ্রীগৌর বদান্য-শিরোমণি।
নিজ প্রেম বিলাইতে অবতীর্ণ অবনীতে
গৌরকৃষ্ণ সর্ব্বগুণখনি ॥ ২৮ ॥
দিব্য-নবদ্বীপ-ধামে শ্রীনারদ কোন স্থানে
গাহে 'গৌর' সহ বীণা-তান।
কোথাও চতুরানন কোন স্থানে পঞ্চানন
নৃত্য সহ গাহে গৌর-গান ॥ ২৯ ॥

শুক-পিক-ভৃঙ্গ স্বরে সদা গৌর-গাথা ঝরে
গৌরানন্দে নাচে মৃগকুল।
আম্র, কদলী, পনস, নারিকেল, আনারস
শোভিতেছে গৌরসেবামূল ॥ ৩০ ॥
পরব্যোম-শিরোপরি রাজে দুই দিব্য পুরী
ঔদার্য্য-মাধুর্য্য পীঠদ্বয়।
ঔদার্য্যে শ্রীগৌরহরি মাধুর্য্যেতে রাধাহরি
গণসহ নিত্যলীলাময় ॥ ৩১ ॥
দু'য়ে এক গৌরহরি, একে দুই রাধা-হরি
শ্রীরাধা-মিলিত-হরি—গৌর।
রাধা-বর্ণে অঙ্গ ঢাকি' হৃদে রাধাভাব রাখি'
স্ব-বিরহে রাধানাথ—গৌর ॥ ৩২ ॥
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য ভ্রম, নাহি করে বিজ্ঞজন
মাধুর্য্যেতে ঔদার্য্য সতৃষ্ণ।
ঔদার্য্যের কৃপাবলে মাধুর্য্য-দর্শন মিলে
মাধুর্য্যেতে গৌর—রাধাকৃষ্ণ ॥ ৩৩ ॥
"রাধা-জন্মে অর্দ্ধ ইন্দু, কৃষ্ণ-জন্মে অর্দ্ধ ইন্দু,
গৌরজন্মে পূর্ণেন্দু-প্রকাশ।
রাধা-কৃষ্ণ দু'এ এক গৌরচন্দ্র এবে দেখ"
গাহিতেছে প্রকৃতির রাস ॥ ৩৪ ॥

ভাবসিদ্ধ আঁখি হেরে রাধাকৃষ্ণ গৌরবরে
তাহা নাহি সন্ন্যাস-মূরতি।
ভূ-শকতি বিষ্ণুপ্রিয়া, ঔদার্য্যেতে তাঁর হিয়া
নহে তিঁহ রাধিকা-মূরতি ॥ ৩৫ ॥
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবা রাধাকৃষ্ণপ্রেম যেবা,
উভে হয় নিত্যতত্ত্ব ধন।
একে নিয়োজিলে মন আনে নাহি প্রয়োজন
হেন ভাব নাহি ধর মন ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বশুভ-চিহ্ন-সহ ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইহ
বহাইল পরানন্দ-বান।
রাধাকৃষ্ণ খেলে দোল আনন্দের নাহি তুল
ফাগু-লালে লাল ব্রজধাম ॥ ৩৭ ॥
গ্রহণের ছল ধরি' লুকাইল রাহুবৈরী
নিজাঙ্গের কলঙ্ক স্মরিয়া।
"হরিবোল হরিবোল গৌরহরি হরিবোল"
গাহে লোক আনন্দে মাতিয়া ॥ ৩৮ ॥
অকলঙ্ক গৌরচাঁদ পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ
উদিলেন নাম-প্রেম লঞা।
সন্ধ্যাদেবী ভক্তিভরে প্রভু-আবির্ভাব হেরে
আরাধয় হুলুধ্বনি দিয়া ॥ ৩৯ ॥

দেবগণ নরবেশে ধরণীতে নেমে এসে
পৌরজন সহ হেরে গোরা।
পাদপদ্মে প্রণমিয়া স্তব করে হৃষ্ট-হিয়া
নাচে গায় হঞা ভাবভোরা ॥ ৪০ ॥
আহা কিবা সেইরূপ অতি অতি অপরূপ
সুবর্ণ বরণ গোরারায়।
শত সূরযের প্রভা জিনি' অঙ্গ মনোলোভা
শত চাঁদের স্নিগ্ধতা তায় ॥ ৪১ ॥
বিশ নখ মুখ গোল কপাল আর কপোল
সবে তথা অপ্রাকৃত চাঁদ।
আজানুলম্বিত কর আঁখিপদ্ম মনোহর
আকর্ণবিস্তীর্ণ রূপফাঁদ ॥ ৪২ ॥
চাহনি কিবা সুন্দর শিরে চিকুর চাঁচর
চন্দনের বিন্দু শোভে ভালে।
রম্য ত্রিকচ্ছ বসন অঙ্গে সূত্র সুশোভন
গল ভূষিত মল্লিকা-মালে ॥ ৪৩ ॥
"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে ভক্তজন সঙ্গ হ'বে
তবে শ্রদ্ধা লভিব নির্ম্মল।
সাধুসঙ্গে হরি ভজে হৃদয় অনর্থ ত্যাজে
নিষ্ঠালাভ করে সুবিমল ॥ ৪৪ ॥

ভজিতে ভজিতে তবে সেই নিষ্ঠা রুচি হ'বে
ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে ভাব তাহে হ'বে প্রেমলাভ
এই ক্রমে হয় শুদ্ধা ভক্তি" ॥ ৪৫ ॥
এই গৌর-শিক্ষা সার ধর চিত্ত অনিবার
ভজ গৌর-নাম-ধাম-কাম।
জীবন সার্থক হ'বে, হরিসেবা-সুখ পা'বে,
প্রসন্ন হইবে রাধা-শ্যাম ॥ ৪৬ ॥